সৃজন

Creations



BENGALI CULTURAL SOCIETY OF CENTRAL PA



DURGA PUJA 2016





Lisburn Fire Company Community Hall

1800 Main Street, Mechanicsburg, PA 17050

October 8th

5 pm- 10 pm – Bodhon, Sashthi & Saptami Puja, Aarati, Prasad and Dinner **October 9**th

8 am – 3 pm – Ashtami, Nabami, Dashami Puja, Prasad, Lunch, Sindoor Khela **Cultural Program starting at 3 pm** – Dance, Music, **Drama by 'Swajan',** Live Performance by **Saikat Haldar** (Voice of Kishore Kumar from NJ) and Dinner.

BENGALI CULTURAL SOCIETY OF CENTRAL PA presents Cultural Program 2016



Born in Kolkata, Saikat is passionate about music and singing. A versatile entertainer, he has performed all over India.

Featuring drama and accomplished musician Saikat Haldar of New Jersey.
Also enjoy dance and musical performances by your favorite local artists.



Chikitsa Sankat: A hilarious and satirical comedy about life in the US and some of the vagaries of the medical system here.

It is a *Swajan* presentation.

9TH OCTOBER 2016, 3.00 PM AT THE LISBURN FIRE COMPANY COMMUNITY HALL

DINNER WILL FOLLOW THE CULTURAL EVENT





Volume 1, Durgapuja, October 2016

সম্পাদকের দপ্তর থেকে/ From the Editors' Desk

শরতের শুভ্র মেঘরাশি বা হেমন্তের মৃদু শীতল হাওয়া, আর তার সঙ্গে কাশফুলের হাওয়ায় ঢেউ খেলানো বাহার, ফসল তোলার আনন্দ, এই সব প্রাকৃতিক আনন্দধারার সঙ্গে সঙ্গত করে বাঙালির পুজোর মরসুম শুরু মহালয়ার দুর্গা আবাহনের মধ্যে দিয়ে।

সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে বাস করলেও মনটা এখনও একই রকম পুলকিত হয় যখন সেন্ট্রাল পেনসিলভেনিয়াতেও পাই হৈমন্তী হিমেল হাওয়া, ফসল রোপন, সাদা না হোক খয়েরি কাশফুলের দোলন আর বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় দুর্গাপুজো।

বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম বড় গর্ব যে সাহিত্য সেটা তো প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন সেই একশ বছরেরও বেশি আগে সাহিত্যে নোবেল জয় করে আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ রবিঠাকুর। পুজোয় তাই চাইই চাই রঙিন শারদীয়া পত্রিকা।

যারা অল্প সময়ে তাদের সৃজন দিয়ে ভরিয়েছেন এই পত্রিকা তাদের সবাইকে সম্পাকের তরফ থেকে জানাই প্রাণভরা ভালবাসা। কৃতজ্ঞতা জানাই বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটি অফ সেন্ট্রাল পেনসিলভেনিয়ার সকল আয়োজক ও উৎসাহদাতাদের এই আনন্দ উৎসব আয়োজনের জন্যে। বিশেষ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বাবুল সুপ্রিয়কে ওনার শুভেচ্ছা বার্তার জন্য।

The white billowing clouds of Sharat and the cool breeze of Autumn accompanied by the swaying of the *Kash* flowers, the reaping of crops all these signs of joy in nature heralds the arrival of Durga Pujo ushered in by Mahalaya.

Far away from Bengal in another part of the world the hearts in Central PA still fill with joy when the cool autumn breeze blows, the crops are harvested, brown (if not white) Kash like flowers sway with the gentle breeze and the festival of Durga Pujo comes along.

Literature is an essential part of the Bengali culture as proved 100 years ago by our very own Nobel Laureate Rabi Thakur (Rabindranath Tagore). Bengalis always love a colorful literary magazine to enhance the color of Durga Pujo.

The Editors would sincerely like to thank all the contributors who enriched the quality of this magazine with their creations. We are grateful to the organizers and encouragers of the Bengali Cultural Society of Central PA for taking such efforts in organizing this Durga Pujo. Special thanks to Union Minister Mr. Babul Supriyo for his encouraging message.

Come let us all rejoice and share our joys on this gloriously happy occasion.

33

Published by the **BENGALI CULTURAL SOCIETY OF CENTRAL PA**

centralpa-durgapuja@outlook.com

The views expressed in the writings that appear in this publication are the views/creations of the respective authors and do not necessarily represent those of the Bengali Cultural Society of Central PA or the publication's editors.

Cover Illustration: Ankita Sinharoy
Designed & Edited by: Ananya & Arunangshu Das



Babul Supriyo

UNION MINISTER OF STATE
Heavy Industries & Public Enterprises
GOVERNMENT OF INDIA



बाबुल सुप्रियो केन्द्रीय राज्य मंत्री भारी उद्योग एवं लोक उद्यम भारत सरकार

8th September, 2016

To

The Bengali Cultural Society of Central Pennsylvania Harrisburg, PA, USA

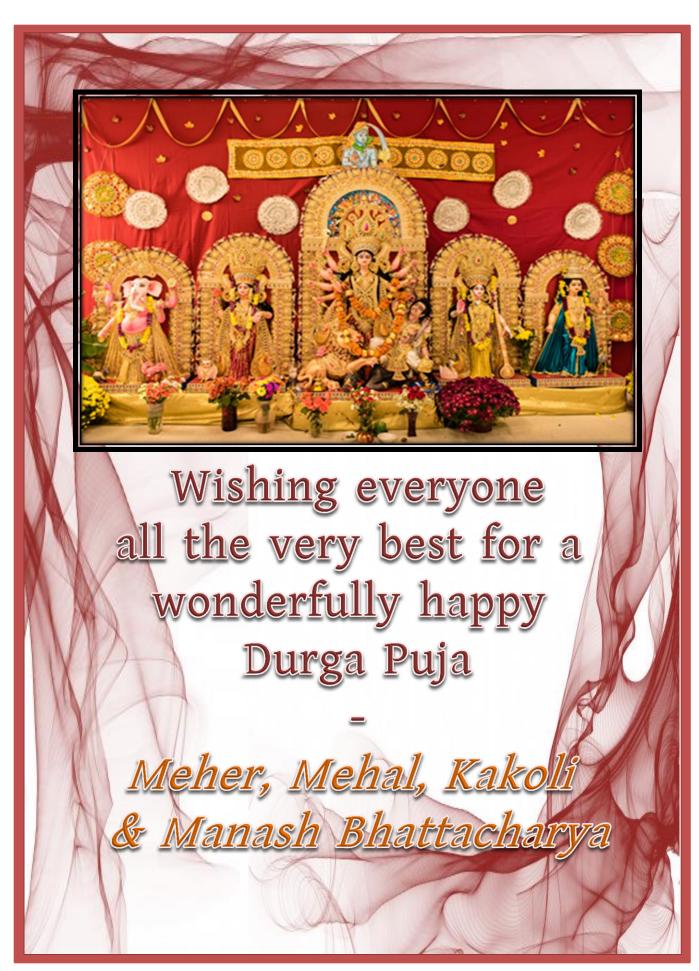
It is always a great pleasure to connect with the vibrant and talented Bengali/Indian communities of North America. Being a full time playback singer earlier, I had the opportunity to visit many cities in North America and I have always been amazed by the talent, enthusiasm and welcoming nature of the Bengali people who have been living aboard.

It is really very refreshing to know the many activities of the **Bengali Cultural Society of Central Pennsylvania**, particularly organizing 'Elementary Bangla School' for 2nd generation Bengali American kids, Saraswati Pujo, Mahalaya, Bijoya Sammelani and top of everything, Bengalis' most favorite Durga Pujo. From your greetings letter it seems that you are still a very small community and that is why your efforts are even more applaudable.

On behalf of Bengal and India we always feel proud of you and please accept our best wishes for your upcoming Durgapuja in Central Pennsylvania. We also wish every success for your publication of bilingual magazine Srijan (Creations) on the occasion Durgapuja festival. Honouring and protecting the rich heritage of the Bengali language is always a very close to my heart.

I convey my best wishes to the organizers of Bengali Cultural Society of Central Pennsylvania and the editorial team of the magazine Srijan.

BABUL SUPRIYO







Contents/সূচীপত্ৰ

The Amazing Dwellings of Montezuma/Aratrika Chakrabarti	8
জন্মদিনের উপহার /সুপর্ণা গোপ	10
A Trip to Niagara Falls/Ryma Saha	12
My Little Pany/Meher Bhattacharya	13
Little Bird/Arman Kazi	14
A Little Boy's Durga Puja/Arman Kazi	14
The Memorable Lancaster Trip/Ishita Mitra	15
ফুলচুরির সাতকাহন /অঙ্কিতা সিংহরায়	18
দুটি কবিতা /শ্রীপর্ণা দা শ ব্যানার্জী	21
My Experience at Chocolate World/Mehal Bhattacharya	22
Meeting with a Music Legend/Siddhanta Banerjee	23
My Views on NABC 2016/Poorna Chatterjee	24
India at a Glance/Mythili Pai	28
A Religious Experience/Shashwati Banerjee	29
কলকাতা বইমেলা /অৰ্কব্ৰত চ্যাটাৰ্জী	30
ভেষজলৌকা/প্রীতীশ মণ্ডল	32
My Existence/Abhishek Banerjee	35
My Dreams/Meghna Banerjee	35
Crossing the Mason-Dixon Line/Braeden Rishi Banerjee	38
সদা জাগৃতি/ মিত্রা ব্যানার্জী	40
World Peace Song/Swami Devapriyananda Giri	42
অঙ্গীকার/ তুহিন হালদার	44
কলোরাডো/ দেবীদাস নিয়োগী	44
ঝড়/সুপর্ণা গোপ	46



Harrisburg Skyline Agnibina Mitra

Creations



The Amazing Dwellings of Montezuma

Aratrika Chakrabarti

My name is Titir. Even though I live in Pennsylvania, I like to explore different parts of the U.S.A. and the world. Different kinds of people, variety of topography, and local food makes me more curious about the place that I am visiting.

Last summer, me and my family went to Arizona. During our trip, we found out about Montezuma Castle and wanted to see it for ourselves. The dwellings of Montezuma were built by the Sinagua people around 1000 years ago. It sits about 90 feet up a sheer limestone cliff facing the adjacent Beaver Creek which is near the present Camp Verde. The reason why Montezuma is a well preserved cliff dwelling is because of its position in a natural alcove being protected from rain and the wind.

The main edifice held five stories and twenty rooms and was built over the course of three centuries. The Sinagua people had members of the tribe on the top of the dwelling to scan the area to see if enemies were approaching. The elders and the minors would stay on the top floor while the men were out farming and gathering water and the women were harvesting the crops and taking care of the housework. Some people think that the reason why the Sinagua chose to build Montezuma so far above the ground was probably to escape the threat of flooding from Beaver Creek.





The thing is, neither part of the monument's name is correct. When the Europeans observed the abandoned ruins in the 1860s, they named it after the famous Aztec emperor, Montezuma. They believed that Montezuma constructed the monument. But the dwelling was abandoned more than 40 years before Montezuma was even born. Also, it was never used as a castle and was more like an apartment building. Currently, it is being held as a national monument and maintained by National Park Service.

It's remarkable how the Sinagua people created such a high rise complex so long ago and was able to shelter so many people.

GGGGG

Our Earth

Ananya Das

The sun keeps shining, the sky is blue. the green grass sparkles with drops of dew. the foaming seas, the gentle breeze. the earth is a haven for me and you.



अ्डत



The Happy Cat
Aadrija Das (Grade 3)



Wolf Mehal Bhattacharya (Grade 6)



Ankita Sinharoy

শ্রাবণের গান

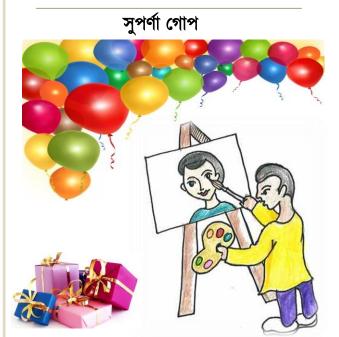
শ্রীপর্ণা দাশ ব্যানার্জী

মেঘে ঢাকা চাঁদ মামা উঁকি দিয়ে যায় ছোট মেয়ে গালে হাত বসে থাকে ঠায় নিষ্পাপ, অপলক দৃষ্টির বাণ দূর থেকে ভেসে আসে শ্রাবণের গান।





জন্মদিনের উপহার



রাজু আর রাজ দুজনে ক্লাস সেভেনের ছাত্র। তারা মধ্য কলকাতার একই বাড়িতে থাকে। আপাতত দুজনের বর্ণনা শুনলে দুজনকে দুই বন্ধু ভাবতে আমাদের কোন অসুবিধাই হবে না। কিন্তু এখানে ঘটনাটা উল্টো, 'যেমন প্রদীপের নীচের অন্ধকার'। উদাহারণটা শুনে পাঠক বন্ধুরা ভাবছেন আবার একটা সামাজিক অবস্থানের তারতম্যের গল্প! তবে বিষয়টা তারতম্যের হলেও ঘটনাটি কিন্তু একটু ভিন্ন যা ক্রমশ প্রকাশ্য।

যাই হোক, ফিরে যাই রাজু আর রাজের গল্পে। রাজু আর রাজ একই বাড়িতে থাকে, একই ক্লাসে পড়ে কিন্তু রাজু পড়ে পাড়ার প্রাইমারি স্কুলে আর রাজ সাউথ পয়েন্টে। রাজুর বাবা মারা যাওয়ার পর রাজুর মা মিনু রাজেদের বাড়িতে ও পাশের আরো দুটো বাড়িতে রান্না করেন। রাজদের বাড়ির আউটহাউসের ঘরটাতে রাজের মা চন্দ্রিমা তাদের থাকতে দিয়েছেন। সেখানেই রাজু ও মিনু থাকে। গত এক বছর হল এখানে এসেছে তারা। আগে তারা হাওড়ায় থাকত। তার বাবা সেখানে একটা মিলে কাজ করতেন। সেই মিলের বড়বাবু রাজের মেসোমশাই তাই রাজুর বাবার মৃত্যুর পর রাজুর মাকে এই ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছেন। রাজুর মা মিনু ভাল রাঁধেন সেই জন্যে এখানে আসার পর আরও দুবাড়িতে কাজ পেয়েছেন অতি সহজেই। আর রাজের মা চন্দ্রিমাও খুব ভাল। তিনি আর রাজের বাবা দুজনেই কলেজে পড়ান। চন্দ্রিমা রাজ্যকেও ভীষণ ভালবাসেন। পুজোতে নতুন জামা-জুতো, বই সবই তিনি আদর করে কিনে দিয়েছেন। রাজু স্বভাবতই শান্ত। এই এক বছরে সে নিজের ঘর ও ছবি আঁকা নিয়েই বেশি মশগুল থেকেছে। আর রাজ স্কুল ছাড়া

ভিডিও গেম, কম্পিউটার ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। তাই এক বছরে দুজনের মধ্যে ভাব খুব একটা বেশি হয়নি। রাজ দোতলায় নিজের ঘরে আধুনিক জগতে মশগুল আর রাজু নিচতলায় তার জগতে ব্যস্ত।

আজ রাজের জন্মদিন। খুব শোরগোল বাড়িতে। পার্টি হবে। অনেক লোক আসবে। আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে পুরো বাড়ি। একমাত্র ছেলে বলে বরাবরই তার জন্মদিন এইরকম ধুমধাম করে পালন করেন রাজের মা-বাবা। রাজুর মাও তাই খুব ব্যস্ত। আজ অন্যান্য বাড়ি থেকে ছুটি নিয়ে সকাল থেকে। রাজদের রান্নাঘরে রেঁধেই চলেছেন। অন্যদিকে রাজুর সকাল থেকে খাওয়াই হয়নি। হঠাৎ রাজুর মার খেয়াল হল সকাল ১০:৩০ বাজে, ছেলেটা না খেয়ে স্কুলে চলে গেল বেচারা...ওর জন্মদিনে ওকে প্রত্যেকবার পায়েস করে খাওয়ান এই যা। বেচারা রাজু ছোটবেলা থেকেই এত বোঝে। ভগবানই মনে হয় ওদের জীবনের সমস্যাগুলোর জন্যে ওকে তৈরি করে পাঠিয়েছেন। কোন অভিযোগ, দুঃখ কষ্ট সবই যেন ওইটুকু ছেলে বোঝে আর চুপ করে সবই মেনে নেয়। হঠৎ প্রেশার কুকারের সিটির সাথে সাথে সাতপাঁচ ভাবনার ঘোরটা ভাঙ্গল মিনুর। না বলে আসা চোখের জলটা তাড়াতাড়ি মুছে আবার রান্নার দিকে মন দিলেন।

সেই সময় চন্দ্রিমা এসে বললেন, "আজ রাজুটাকে ওবেলা কেক কাটার সময় পাঠিয়ে দিও। আর সন্ধ্যেবেলা তোমরা দুজনে এখানেই খেও।"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন মিনু।

সারাদিন রান্না করে বিকেল পাঁচটার সময় নিচে নেমে এলেন মিনু। রাজুও ফিরেছে স্কুল থেকে। বেচারা ছেলেটার মুখ শুকিয়ে গেছে।

মিনু জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু খেয়েছিস রাজু?"

রাজু ঘাড় নাড়ল, "না! মা খেতে দাও!"

বলার সাথে সাথে চোখের জলে ভরে গেল মিনুর চোখ। আজ সে বাড়িতে কিছু রান্না করার সুযোগই পায়নি। তাড়াতাড়ি করে মুড়ি চানাচুর নিয়ে রাজুকে খাইয়ে দিতে শুরু করলেন। রাজুও বিনা অভিযোগে চুপচাপ মায়ের হাত থেকে খাওয়া শুরু করল।

রাজুকে খাওয়াতে খাওয়াতে মিনু বলে উঠলেন, "জানিস রাজু, আজ তোর আর আমার দুজনেরই উপরে নেমন্তর্ন!"





রাজু ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিল। যেন কোন কিছুতেই কোন উত্তেজনা, অভিযোগ তাকে ছুঁতে পারে না এই ছোট বয়সে।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ কেক কাটার কিছ মুহূর্ত আগে মিনুর ডাক পড়ল ওপরে। কিছু খাবার গরম করতে হবে। চা-কফি ইত্যাদি ইত্যাদি ছোটখাটো কাজ এখনও বাকি। লোক আসতে শুরু করেছে। মিনু রাজুকে সাথে নিয়েই উপরে উঠল। সে উঠেই সোজা রান্নাঘরে। অন্যদিকে বেচারা রাজু সব নতুন মুখ দেখল চারিদিকে। এত লোক, এত আডম্বরে সে অভ্যন্ত নয়। শান্ত স্বভাবের রাজুর সবচেয়ে প্রিয় তার নিজের চেনা শান্ত ঘরটা আর তার খুব প্রিয় আঁকার খাতা আর রঙ তুলি। যে যাই হোক, এত ভিড়ে হঠৎ আর চোখ গেল একটা টেবিলে। কত উপহার রাখা তাতে! কিন্তু সে বা তার মা মিনু কেউই তো কোন উপহার আনেনি। তবে হঠাৎ একটা ভাবনা চেপে বসল ওর মাথায়। কী দেওয়া যায় রাজকে? রাজুর কাছে দেওয়ার মতন তো কিছ নেই। কিন্তু একটা ছবি! সেটা তো সে নিশ্চয়ই দিতে পারে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ শুরু। কিন্তু তার আঁকার খাতা, রঙ তুলি সব তো নিচের ঘরে। আর ওপরে ওঠার আগে মিন ঘরে তালা দিয়ে উঠেছে। এখন মিন যা ব্যস্ত তার কাছে চাবি নিতে মন চাইল না রাজুর। এত ভাবনার ভিড়ে রাজুর নজর পড়ল একটা কোনের ঘরের দিকে। ঘরটাও যেন রাজুর মতন এত ভিড়ে ভীষণ শান্ত আর খুব একা। ধীর পায়ে রাজু ঘরের ভিতর ঢুকে দেখল। কী অদ্ভুত! ক্যানভাস, রঙ তুলি, কত ছবি! এটা তো রাজুর স্বর্গপুরী! সে তার আঁকার ছোট খাতা ও রঙ তুলির বাইরের এই ক্যানভাসের জগতে মোহিত হয়ে উঠল।

ঘরটার কোনায় একটা ছোট কাগজ মুড়িয়ে ফেলা। হয়তো কিছু আঁকার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সেটা অসম্পূর্ণ। কাগজটাকে তুলে খুব ভাল ভাবে নিরীক্ষণ করল রাজু তারপর তার ছোট আঙ্গুলগুলো এগিয়ে গেল তুলির দিকে।

অন্যদিকে সবাই কেক কাটায় ব্যস্ত। মিনুও ব্যস্ত অতিথিদের খাবার পরিবেশনে। রাজ কেক কাটার পর বন্ধুদের সাথে খেলায় মশগুল। এমন সময় সে হঠাৎ লক্ষ করল রাজু তার মায়ের মানে চন্দ্রিমার আঁকার ঘরে ঝুঁকে বসে কী করছে।

দেখামাত্রই সে তীব্র গতিতে এগিয়ে গিয়ে সজোরে ডেকে উঠল, "রাজু! তুই কী করছিস এই ঘরে? তুই জানিস এটা আমার মায়ের আঁকার ঘর!"

থতমত খেয়ে রাজু উঠে দাঁড়াল। তার সারা হাতে রঙ। তা দেখে রেগে গিয়ে রাজ বলে উঠল, "তোর এত সাহস! তুই না জিজ্ঞেস করে আমার মায়ের রঙ দিয়ে খেলছিস!"

সজোরে চিৎকারে হঠাৎ থতমত খেয়ে চোখে জল, রঙ হাতে চুপচাপ অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল রাজু।

অন্যদিকে হউগোল শুনে এগিয়ে এলেন মিনু, চন্দ্রিমা, চন্দ্রিমার

স্বামী, ননদ, শৃশুর, শাশুড়ি, দেওর।

চন্দ্রিমা এগিয়ে এসে বললেন, "কী হয়েছে রাজ, রাজু? কী ব্যাপার?"

রাজ বিচলিত ভাবে বলে উঠল, "মা দেখো না! রাজু তোমার রঙ তুলিতে কাউকে না জিঞ্জেস করে হাত দিয়েছে!"

চন্দ্রিমা রাজুর দিকে তাকালেন। রাজু রঙ মাখা হাতে চোখে জল নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

চন্দ্রিমা বলে উঠলেন, "রাজু তুমি এসবে কেন হাত দিয়েছ?"

রাজু নিশ্বপ।

মিনু এত হট্টগোলের মধ্যে হঠৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "হতচ্ছাড়া ছেলে! তোকে আমি বলেছি না যে কোন কিছুতে হাত দিবি না! কেন দিয়েছিস হাত?"

এত ভিড়ের মাঝে চন্দ্রিমার স্বামীর চোখ হঠাৎ রাজুর পায়ের কাছে পড়াতে তিনি বিস্মিত হলেন।

তিনি বলে উঠলেন, "ওকে তোমরা কেউ বোকো না!"

মিন, চন্দ্রিমা আর অন্য সকলেই অবাক।

তারপর তিনি মাটি থেকে দোমড়ানো কাগজের উপর আঁকা ছবিটা তুলে নিয়ে রাজুকে বললেন, "এটা তুমি এঁকেছো রাজ্?"

রাজু শুধু বলল, "ছবিটা অসম্পূর্ণ ছিল!'

তারপর রাজের বাবা ছবিটা ঘুরিয়ে সবাইকে দেখাতেই সবাই অবাক। এ তো রাজের ছবি!

রাজের মা চন্দ্রিমার চোখে জল। যে ছবি তিনি সম্পূর্ণ করে ছেলেকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি এই ছোট ছেলেটা সেটাকে দিয়েছে সম্পূর্ণতা।

আন্তে করে কাছে গিয়ে চন্দ্রিমা জড়িয়ে ধরলেন রাজুকে, বললেন, "মিনু আজ থেকে তোমার ছেলেকে আঁকা শেখানোর ভার আমার! আর এই দুষ্টু ছেলে, এই আঁকার ঘরটাতে আসার জন্যে তোমায় আর কেউ বকবে না, আমিও না!"

এত সবের পরও রাজু নিশ্চুপ। শুধু শান্ত গলায় বলে উঠল, "এটা রাজের জন্মদিনের উপহার!"

ઉઉ



A Trip to Niagara Falls

Ryma Saha (Grade 3)









Today is Friday, August 5. We came to visit Niagara falls. On our way we had to stop for snacks and saw lots of farms. When we got to the hotel we went to the swimming pool and after swimming we took a little rest and went to watch the fireworks. We missed it because we ate dinner and by the time we got there it was over. The next day was Saturday and we went to visit the fort of Niagara.

The story of Fort Niagara:

People from France built the fort first time in 1679 to take over the land and battled with the Native American people. Their tribe was called Iroquois. Then the British people came to occupy the land because of the water source from the lakes. Then finally after many years of battle the American people won the land.

Niagara falls:

The water fall was pretty amazing and cool. The fall is located in between America and Canada and you can see it from the both sides of the country .Canadian side is wider and bigger then American side. The water fall never stops except in Winter when the top layer freezes .Seventy five thousands gallon of water falls in one second.

We took a boat ride so that we can see the Fall from very close. A few times rainbow popped out over the fall. we also heard a story of 7 year old boy who fell in to the Fall & survived.

My trip was fun.

ઉત્સ્થુલ્લ ઉત્સ્થુલ



Outch Girl Aadrija Das (Grade 3)



My Little Pony

Meher Bhattacharya (Grade 4)

I love my little pony! The main six ponies are Princess Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, and Applejack. Some other ponies are Princess Luna, Princess Celestia, and Princess Cadence. There are many more too!

I love playing with My Little Pony Toys! My favorite is Rarity. She is white. She has purple hair too. And she has a magical horn. My other favorite pony is Princess Celestia who has wings, a horn like other princesses and green, blue, purple and pink hair. She raises the Sun in Equestria. Her sister is Princess Luna who raises the moon. I love My Little Pony!

છ્ય ઉ



My Little Pony Sriparna Das Banerjee



3 Joy Ma Ourga Ryma Saha (Grade 3)



Lady with Flowers
Rishika Bera (Grade 8)



Little Bird

Arman Kazi (Grade 2)

I see a little bird every day, Whether it is night or day, She flaps her wings to say, She loves to see me every day!

She hops and flies very high, Though she can't reach the sky,

Her wings are strong and so is her will, She never gives up and jumps from the high sill,

She is my pet lovebird and her name is Phoebe, And she is seven years old, just as old as me! She and I are best friends and we play all day, And she rips paper to build her nest when she can't find hay!

We both have taught each other a thing or two, So we can do the things we do! I taught her to climb on my finger when I say "step-up", And she taught me to keep at it even if it is hard and to never give up!

I hope she's always with me so we can learn &play together, And we never forget each other and continue to love forever!

છ છ



Clouds Arman Kazi (Grade 2)

A Little Boy's Durga Puja

Arman Kazi (Grade 2)

A little boy loves the celebration of Durga Puja very much. Durga Puja is about worshipping Maa Durga. Maa means Mother in Bangla language. The little boy's Grandmother and Grandfather, whom he calls Dida and Dadu, taught him to talk in Bangla,. He loves his Dadu and Dida and misses them very much. The little boy's Dadu and Dida love him very much too and took care of him since he was a very little baby and they taught him how to talk and walk. The little boy's grandparents left for India when he was almost 5 years old.

Now the little boy is almost 7 years old and misses his Dadu and Dida every day! His grandparents could not come because his Dida was not feeling well and they could not travel a long way from India to America. So the little boy went to India in a long plane ride with his parents to see and be with his Dadu and Dida. Those were the most wonderful days, which he spent in India with his Dadu and Dida. The little boy remembers all the places he went to and all the fun things he did, and all the good food he ate with his dearly loved Dadu and Dida.

This Durga Puja he wishes his Dadu and Dida would be with him. He prays to Durga Maa for Dida and Dadu's good health and for them to be strong to travel from India to be with him. The little boy is super excited for Durga Puja to meet and play with his friends, to sit and draw, to play music, to tell poems and stories, sing songs, eat good food, and most of all to show great magic tricks to all and especially to his beloved Dadu and Dida! And they would say "Dadubhai tomar jaadu to boro mojaar!"

{Story & poem narrated by 7 year old Arman and composed by Mom - Sangita }

લ્લલ્લ



The Memorable Lancaster Trip

Ishita Mitra (Grade 7)



Hello. My name is Ishita Mitra and in the summer of 2016, I took a fun trip to Lancaster. My family and I planned to take a tour of an Amish house. On the way, my dad called up a seller in the area. A seller of what, you may ask? Of dogs. At the time, we were looking for a dog to be a new member of our family. The owner, an Amish man, showed us the puppy we had looked at. He was a Yorkie named Jed, and was very excited to see us. His tail started wagging a mile a minute!

My brother and I took turns carrying him and playing with him. Then my dad mentioned we were also looking for a Maltese puppy. Maltese are gentle, playful dogs with a long white coat. The Amish man actually had two Maltese puppies, and brought them both out of his house. We played with all of the puppies, and watched them tumble around on the floor of his shed. We had a very hard time deciding on which two puppies to get, so we told the Amish man we would come back later, after we viewed the Amish house. He offered to show us his barn, and we saw cows, mules, horses, and more puppies! There must have been almost ten German shepherd puppies looking up at me!

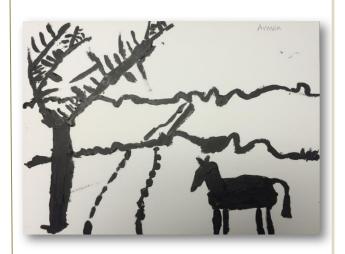
After we bid farewell to the seller, we drove over to the Amish house. It wasn't lived in, just an example of how Amish lived. I was surprised at their simplistic lifestyle and how they were

very self-sufficient. They also had their own schools, farms, and animals. It was like they were cut off from the rest of the advancing world. We also saw some livestock at the house in the barn, like peacocks, sheep, and chickens. Next we had food at a Chinese restaurant, and it was delicious!

After the exquisite cuisine, we went to PetSmart to pick up some essentials for the dogs. We got a crate, water bowls, food bowls, and drove to the bank to get the money, because the Amish man wanted cash. But the ATM ate my dad's card! He got it back later because something was wrong with the machine, but we just used his other card. We headed off to get our brand new dogs! When we got there, we put Jed and one of the Maltese in our car and paid the man. He said good bye and we began the long journey home.

My family and I are really happy we got the dogs. Jed is now named Choco (as in chocolate) and the Maltese is Cream. They are healthy and energetic and make our lives a whole lot better!

હાલહા



Avillage Horse
Arman Kazi (Grade 2)





Durga Puja

October 17, 2015













ফুলচুরির সাতকাহন

অঙ্কিতা সিংহরায়



"আমাদের ছোটবেলায় সরস্বতীপুজাের সে এক আলাদা আমেজ ছিল। এখনকার ছেলে ছােকরারা আর তার কতটাই বা পায়?" বলে মেজদাদু যেই একটু গল্প গল্প আভাস দিলেন তখন বাড়ির কুঁচােকাঁচা যতগুলাে এপাশ ওপাশে ঘুরঘুর করছিল, সেগুলাে মেজদাদুর চারপাশে উৎসুক মুখ করে গা ঘেঁসে এল। ভাবখানা এই তারা মেজদাদুর ছােটবেলার গল্প শুনতে বিশেষ আগ্রহী। কুঁচােকাঁচাদের মধ্যে বাবলু, টুবাই, ফড়িং এদের নেহাৎ কুঁচাে বললে তারা একটু অপমান বােধ করে। কেন না আজকাল ওরা 'কােন ক্লাস' জিজ্ঞাসা করলে বলে, "এই তাে সামনের বছর ক্লাস এইট হবে।"

অর্থাৎ নিজেদের একটু বড় করে জাহির করার প্রয়াস চোখে পড়ে। তবে বিন্তি, পুঁটু নেহাতই ছোট। নার্সারি – প্রিস্কুলে তাদের সবে যাতায়াত শুরু হয়েছে। আর ঘোতন ক্লাস ফাইভে উঠে এই দুইয়ের মধ্যে মিসিং লিক্ষ। তবে বয়স যার যাই হোক না কেন মেজদাদুর গল্প বলার ধরনই একরকম, ছোট বড় সবার কাছে একইরকম জনপ্রিয়। আর সবে অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ হয়েছে, তাই এখন মামাবাড়িতে সবার আস্তানা হয়েছে, আর দেদার মজা, হুটোপাটি তো চলছেই তবে মেজদাদুর গল্প ছাড়া তা যেন অসম্পূর্ণ। এখানে বলে রাখা ভাল, মেজদাদু মানুষটি ছোটদের কাছে যতটাই প্রিয়, আদতে তিনি ততটাই রাশভারি গুণী মানুষ। প্রথম জীবনে মিলিটারিতে জয়েন করে কয়েক বছর দেশে বিদেশে পোস্টিং ও অনেকটা সময় সীমান্তেও কাটিয়েছেন। পরবর্তীকালে সেই চাকরি ছেড়ে তিনি আবার পড়াশোনায় ফিরে

আসেন, এবং বাকি জীবন অধ্যাপনা করে কাটান। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর জীবনের সব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আর সর্বোপরি তাঁর অজুত গল্প বলার ধরন সবাইকে আকৃষ্ট করে। তা সে কথা থাক, এখন আপাতত মেজদাদু হালকা শীতের সন্ধ্যেবেলায় গায়ে চাদর জড়িয়ে দক্ষিণ দিকের বৈঠকখানায় তক্তাপোষেই আমেজ করে বসলেন আর গল্প শোনার লোভে ছোটরা সবাই তাকে ঘিরে বসল। এমন সময় মা এসে ধোঁয়া ওঠা গরম দার্জিলিং চায়ের কাপ দিয়ে গেল দাদুর জলচৌকির ওপর। মেজদাদু একটা লম্বা শ্বাসে সেই সুঘ্রাণ টেনে নিয়ে শুরু করলেন।

"সে অনেক বছর আগের কথা। আমি তখন তোমাদের বয়সের কি আরেকটু বড়। আমাদের তখন 'ম্যাট্রিকুলেশান' পরীক্ষা ছিল, এখনকার মাধ্যমিক বা সি বি এস ই বোর্ড পরীক্ষার মত। তা সেবার আমি ম্যাট্রিকুলেশান দিয়েছি। আমাদের তখন ডিসেম্বরে পরীক্ষা হত। তারপর নতুন বছরের শুরুতে আমরা বাগদেবীর পুজো করে নতুন ক্লাসে পড়াশোনায় মন দিতাম। তবে আমাদের সময়ে আমরা পুজোয় অনেক বেশি কাজ করতাম। যেমন পুজোর চাঁদা তোলা, ঠাকুর আনা, প্যান্ডেল করা, সাজসজ্জা সবেতেই হাত লাগাতাম। যদিও চাঁদা তোলাতে বাড়িতে ঘোর আপত্তি করতেন বাবা, তাই ওটা বাদ দিয়ে বাকি কাজেই আমি বেশি যোগ দিতাম। আর একটা অন্যতম কাজ ছিল পুজোর আগের দিন রাতে ফুল চুরি করতে যাওয়া। সেটা ছিল অনেকটা অ্যাডভেঞ্চারের মত। বলাই বাহুল্য বাড়ির বড়দের চোখ এড়িয়ে যেতে হত। তা সে যাই হোক, সেবার আমার এমন এক অভিজ্ঞতা হল যে আমি কোনদিন সাহস করে আর ও কাজে যাইনি।

সেবারে ঠিক হল আমরা জনা পাঁচেক ভোর রাতে বের হবো ফুলের খোঁজে। আমাদের গন্তব্য মোটামুটি স্থির ছিল। আমাদের গ্রামের শেষ প্রান্তে ছিল ঘোষালদের ফুলের চাষ। সেখানে হরেক রকমারি গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, সূর্যমুখী আরও কত রকমের মরশুমি ফুলের চাষ। মালিরাই সেসব ফুল পাহারা দিত, আর তার সঙ্গে ছিল মানুষ সমান উঁচু কাঁটা তারের বেড়া – দুটি সারিতে। আমাদের অনেকদিনের লক্ষ ছিল ওই ঘোষালদের বাগান। তো সেবার আমরা ওখানেই অভিযান করব মনস্থির করলাম। যথারীতি রাত দুটোর দিকে আমার অন্য সঙ্গীরা এসে আমায় ডাক দিল। আমি মাকে বলে আগের দিন রাতে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। খিড়কির দরজাটায় বুড়ান এসে টুকটুক করে শব্দ করতেই আমি সাড়া দিলাম আর খুট করে দরজার ছিটকিনি খুলে পা টিপেটিপে বাবার ব্যাটারি দেওয়া লম্বা টেচিটা বগলদাবা করে চাদরটা ভাল





করে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে দেখলাম অন্ধকারের মধ্যে আমার বাকি সঙ্গীরা সবাই অপেক্ষা করছে।

আগামী কাল শুক্লা পঞ্চমী, আজ আকাশে চতুর্থীর এক ফালি চাঁদ। তার ক্ষীণ আলোয় অন্ধকার আরও যেন ঘনীভূত। শীতের আমেজও শেষ রাতে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। আমরা চারজন ঘোষালদের বাগানের উদ্দেশ্যে হাঁটা দিলাম। প্রায় এক দেড মাইল রাস্তা পার হয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম বাগানের পিছনের দিকের বেডার কাছে। রাত তখন আন্দাজ আডাইটে-তিনটে হবে। মালিদের ঘরগুলো অপর প্রান্তে। যতটা তাদের থেকে দূরে থাকা যায় ততটাই নিরাপদ। আমার অপর দুইবন্ধু বিল্টু আর শ্যামা কাঁটা তারের বেড়া টেনে ধরে এক মানুষ গলার মত ব্যবস্থা করল আর তার মধ্যে দিয়ে আমি আর বুড়ান চটপট ঢুকে প্রভাম বাগানে। পরে আমাদের সাহায্যে ওরাও ঢুকে এল ভিতরে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে আমরা দুহাতে ফুল তুলে ব্যাগ বোঝাই করতে লাগলাম। আর সদ্য ফোটা টাটকা গাঁদাফুলের বোঁটা ছেঁডার চটাপট চটাপট শব্দ হতে লাগল। এরকম ভাবে কতক্ষণ হয়েছিল খেয়াল পড়ে না হঠাৎ আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম একটা শব্দে। আরে সর্বনাশ! মালিরা ফুল ছেঁডার শব্দে জেগে উঠেছে বা কেউ হয়তো জেগেই ছিল পাহারা দেওয়ার জন্যে, বিশেষত পুজোর আগের রাত বলেই হয়তো বা।

"আরে কৌন হ্যায় রে?"

"আরি বাপ!" বলে জনা তিনেক জাঁদরেল উড়ে মালি দরজা খুলে, "আরে লাঠি লে আও – তুম উধার যাও!" করতে করতে বার হয়ে ছুটে এল।

আর এদিকে ততক্ষণে আমি কিছু বোঝার আগেই বুড়ান, বিল্টু আর শ্যামা তারের ফাঁক গলে ওধারে পডে পালানোর উপক্রম করে ফেলেছে। আমি পড়ে গেলাম বিপদে। আমি অনেকটা ভিতরে চলে এসেছিলাম তাই পালনোর কোন রাস্তা দেখলাম না। তার ওপর ওই কাঁটা তার একা পার হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু হতাশ হলে চলবে না। এদের হাতে ধরা পডলে একটা হাডও আস্ত রাখবে না। তারপর থানা পুলিশ পর্যন্ত যেতে পারে। তাহলে বাবা জানতে পারবে আর তখন কী হবে সেটা ভেবে বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল আমার। কিন্তু সে যা কপালে আছে হবে এখন আপাতত বাঁচার শেষ চেষ্টা করি, এই ভেবে আমি গুঁড়ি দিয়ে একটা প্রকান্ড গাঁদাফুলের ঝোপের আড়ালে প্রায় দমবন্ধ করে বসে রইলাম। এই জায়গাটা বেশ এক মানুষ সমান উঁচু গাছের সারি, এবং ঘন ঝোপ মতন হয়ে আছে। তাই কপাল গুণে বেঁচে গেলেও যেতে পারি। ইতিমধ্যে একজন মালি আমার খুব কাছে এসে পড়ল আর জোরালো টর্চের আলো ফেলে চারদিক দেখতে লাগল।

এমন সময় অপর দুজন দূর থেকে চিৎকার করে তৃতীয় জনের উদ্দেশ্য বলতে লাগল, "আরে সীতারাম ইধার আও। ও লোগ ভাগ রাহা হ্যায়! আরে সারে কে সারে ফুল চুরা লিয়া হ্যায়! আরি বাপ!"

সেই শুনে সীতারাম উল্টো দিকে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে দৌড দিল। আমি মনে মনে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলাম। আরও কিছক্ষণ ওরা এদিক ওদিক ইতস্তত ঘুরে ফিরে শেষে ডেরায় ফিরে গেল। তবে বাকি রাত ওদের ঘরে আলো জুলতে লাগল। এদিকে আমি অনেকক্ষণ অন্ধকারে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে থাকতে এক সময় একটু সাহস করে হামাগুডি দিয়ে ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে একটু মুখ বাড়িয়ে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিলাম। মালিদের ঘরটা আমার জায়গা থেকে বেশ দুরে, কাউকে দেখতে পেলাম না। তারপর আরও কিছক্ষণ অপেক্ষা করে, আরও একটু সাহস সঞ্চয় করে গুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম কাঁটা তারের বেডার দিকে। তারপর তার ফাঁক করে কোন প্রকারে নিজেকে বার করে বাগানের পাশের নালাটায় পডলাম। কাদার মধ্যে পা গেঁথে গেল। সে থাক. পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে তখন বাড়ি ফিরতে পারলেই আমি খুশি। যাই হোক নালাটা পেরিয়ে ওপারে যখন উঠলাম তখন খেয়াল হল টর্চটা কোথায় ফেলে এসেছি। সে মরুক গে। যাক এখন কোনও প্রকারে মালিদের চোখ এড়িয়ে কিছদুর গিয়ে পাকা রাস্তায় উঠতে পারলে তারপর এক লম্বা দৌড় মেরে বাড়ি পৌঁছতে পারলে এ যাত্রা বাঁচি।

রাত তখন আন্দাজ সাডে তিনটে- চারটে হবে। আমি বঙ রাস্তার ধারে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু কি মুশকিল! এত অন্ধকার যে আমি দিক ঠাহর করতে পারলাম না। রাস্তার দুধারে প্রায় শতবর্ষ পুরোনো বিশালদেহী বট অশ্বথ্ন গাছেদের সারি, তাতে অন্ধকার যেন আরও জমাট বেঁধে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুটা দিকভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে যাব কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। এবার বেশ গা ছমছম করতে লাগল। এই জায়গায় আগে কখনও একা আসিনি, আর রাতে তো নয়ই। আমার বাকি সঙ্গীরাই বা কোথায় গেল? উড়ে মালিগুলো ওদের তাড়া করে ধরল কিনা কে জানে। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে হাঁটা দিলাম সিধে রাস্তা ধরে। এইভাবে কতক্ষণ হেঁটেছি জানি না, আন্দাজ আধঘন্টা হবে হঠাৎ দূর রাস্তার পারে দেখলাম একটা আলো জুলছে। আমি চমকে গেলাম। অনেকগুলো চিন্তা আর দুশ্চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। কিছুক্ষণ আরো হেঁটে এগিয়ে গেলাম সেদিকে। বলাই বাহুল্য সেই ধু ধু জনমানবহীন প্রান্তরে আমি একা, আর হাত পঞ্চাশেক দূরে কটা আগুনের আলো একটা অদ্ভত ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করল। আমি একবার ভাবলাম পিছন ফিরে ছুটে পালাই। পরক্ষণেই মনে হল পালাবই বা কোথায়? তাই যা থাকে কপালে বলে সাহস করে আরও কয়েক পা এগিয়ে যেতেই প্রথম লক্ষ করলাম একটা সাইকেল রিক্সা দাঁডিয়ে আছে আর ওই আলোটা রিক্সার লম্ফটার আগুন। রিক্সাটার চালকের আসনে কে যেন একটা বসে আছে। এরপর আমার একটু স্বস্তি হল, যাক কাউকে একটা পাওয়া গেল। কিন্তু





মুহূর্তেই সেই স্বস্তিটা অস্বস্তিতে পরিণত হল। মনে সন্দেহ এল, এ কে? এত রাতে রাস্তার মাঝে এরকম অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়েই বা আছে কেন লোকটা? এইসব ভাবতে ভাবতে আমি মাত্র হাত দুয়েক দূরত্বে চলে এলাম। এবার লক্ষর আলোয় ভাল করেই দেখলাম একটা মাঝবয়সী শুকনো চেহারার লোক স্থির হয়ে বিস্ফারিত চোখে বসে আছে, একদম স্থির, যেন বেঁচে নেই! পাথরের মত অবিচল। ভয়ার্ত মুখ, যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে লোকটা কিছুতে। আমার উপস্থিতিও তার নজরে আসেনি।

আমি থাকতে না পেরে লোকটাকে ডাকলাম, "দাদা, ও দাদা, শুনছ?"

কোনও সাড়া নেই। আরও বার দুয়েক ডাকার পর তখন আমি লোকটাকে সজোরে একটা ধাক্কা দিলাম। লোকটা যেন ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কে তুমি? এত রাতে কী করছ এখানে?"

লোকটা হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠে একটা আঙ্গুল দিয়ে রিক্সার যাত্রী আসনের দিকে ইঙ্গিত করল। তারপর যা দেখলাম সেরকম ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি আমার জীবনে আর কখনও দেখিনি।

দেখলাম রিক্সায় একটা কাটা নরমুন্ড পড়ে আছে! অর্ধদপ্ধ, পচাগলা, এককথায় বীভৎস। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। তারপর আচমকা সম্বিত ফিরে পেলাম।

রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম. "এমনটা কী করে হল?"

সে তখন ভয়ে আধমরা হয়ে বলল, "আমি কিছু জানি না বাবু। আমি এই ভোর রাতের ট্রেনের জন্যে একজন বাবুকে নিতে তার বাড়ি যাচ্ছিলাম। আর মাইলটাক রাস্তা বাকি ছিল। পথে হঠাৎ একটা জোরে শব্দ পেলাম যেন ভারী কিছু একটা ধপ করে পড়ল ঠিক আমার পিছনে। আমি তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে চেয়ে দেখি এই কান্ড! তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। আমি কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছি তাও জানি না। বাবু আপনি না এলে হয়তো আমি ভয়েই এখানে মরে পরে থাকতাম।"

আমি সবিস্মায়ে জিজেস করলাম, "কিন্তু এটা এল কোথা থেকে?" বলে আমি চারিদিকে তাকালাম, বিশেষ কিছু নজরে এল না ঘন অন্ধকারে। তারপর ওপরের দিকে তাকিয়ে লক্ষর ক্ষীণ আলায় যা দেখলাম তা আরও ভয়াবহ। একটা বুড়ো অশ্বথ্ব গাছের নীচে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম সেই গাছের ডালে আরো গোটা কতক নরমুন্ড এখানে ওখানে আটকে রয়েছে। বুকের ভিতরটা ভয়ে হিম হয়ে গেল।

রিক্সাওয়ালা 'ও মাগো!' বলে সজোরে আর্তনাদ করে উঠল সে দৃশ্য দেখে মূচ্ছা যায় আর কি! ভয়ে রামনাম জপতে শুরু করল।

এতক্ষণে হঠাৎ আমার বুদ্ধি খুলে গেল, "আরে আমরা বোধ হয় তেলিখানার শাশানের কাছে এসে পড়েছি!"

আমি শুনেছিলাম এদিকেই কোথায় একটা আছে সেই বিরাট শাশান। আর খুব সম্ভবতঃ এগুলো শকুনের কাজ। অনেক দিনই এমন হত যে ভাল করে শবদাহ শেষ করার আগেই শাশান যাত্রীরা শাশান ত্যাগ করত, বা বৃষ্টিতে শবদাহ পদ্ধ হয়ে যেত। তখন সেই সব অর্ধদগ্ধ শবদেহ থেকে মুন্ড বিচ্ছিন্ন করে শকুনের দল গাছের ওপরে নিয়ে এসে জড়ো করত। এবং তারই একটা আজ এই বেচারা রিক্সাওয়ালার কপালে জুটে এই মহাবিভ্রাট ঘটিয়ে বসেছে। ভাগ্য ভাল যে আমি এসে পড়েছিলাম না হলে ব্যাটা নির্ঘাৎ বেঘারে মারা পড়ত।"

এতক্ষণ এক নিশ্বাসে বলে মেজদাদু যখন থামলেন তখন সবার অবস্থা দেখার মত হল। ভয়ে চোখ গোল গোল করে লেপের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে কয়েকটা মাথা। বিন্তি আর পুঁটি ভয়ে অনেকক্ষণ আগেই পালিয়ে গিয়ে মায়েদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

এতক্ষণে বাবলু জিজেস করল, "তারপর?"

মেজদাদু ভিতু মুখগুলোকে দেখে খুব একটু হাহা করে হাসলেন। অতঃপর বললেন, "তারপর আর কী? আমি লকড়ি জোগাড় করে সেই মুন্ডটা রিক্সা থেকে ফেলে দিলাম, আর সেই রিক্সাওয়ালাই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। তখন ভোর হয়ে গেছে। এদিকে বুড়ান, শ্যামা ওরা বাড়িতে আমার ধরা পড়ার খবর দিয়ে গেছে। বাবা সব জানতে পেরে গেছেন। হলুস্থুলু কান্ড। এমন সময় আমি বাড়িতে এসে হাজির। তা সে যাত্রা অল্পের ওপর দিয়েই গেল বটে, কিন্তু আমার যা শিক্ষা হল তাতে আমি ও পথ আর কখনও মাডাইনি!"

অলংকরণঃ অঙ্কিতা সিংহরায়

ઉઉ

শরৎ

শ্রীপর্ণা দাশ ব্যানার্জি

ঢাকের কাঠি উদাস করে, কাশ ফুল মন কেড়ে নেয়, পেঁজা তুলোর মেঘের মেলা শিউলিতে পা ভিজে যায়।







দুটি কবিতা

শ্রীপর্ণা দাশ ব্যানার্জী

দুর্গোৎসব

দুর্গোৎসব, কথাটা ভীষণ ভাবে আপেক্ষিক ছোটবেলায় মায়ের কোলে বসে অষ্টমী রাতের অনুষ্ঠান খুব খারাপ -খুব কোলাহল আর আমার মা যেন আর আমার একার নয়। কিন্তু সেই অষ্টমীর অনুষ্ঠানের মধ্যমণি যখন আমি, দুর্গোৎসব ভীষণ ভাবে আকর্ষিত এক অনুষ্ঠান। নবমীর সকালের শাড়ি যখন একটা কিশোরীর শরীরে যৌবনের ছোঁয়া লাগায়. দুর্গোৎসব হয়ে যায় যৌবনের প্রতীক। ভালোবাসার রঙে শুন্য মনের দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে যে মুখ সে প্রথম প্রেমের আহ্বান জানায় -দুর্গোৎসব হয় প্রেমের পুজো। বিয়ের পিঁড়িতে সেই যুবতি হয় নারী। আর সিঁথির সিন্দুরের রঙ মিলেমিশে যায় বিজয়া দশমীর লাল রঙে -দুর্গোৎসব হয়ে দাঁড়ায় সতীত্ত্বের গর্ব। আজ সে নারী মা -আজ দুর্গোৎসব আমার কাছে আমার মেয়ের নতুন পোশাক, তার আনন্দ আর তার মঙ্গল কামনার প্রতীক।





হিয়ার জন্যে

জাদুর পরি, জাদুর পরি- আমার কথা বল। ঘুম আসেনি, মা বকেছে অনেক রাত হল। নতুন পুতুল, গয়নাগাটি, 'ফ্রোজেন' লেখা গায়, রঙবেরঙ এর পোশাক পরা, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তার চিরুনি, তার ভ্যানিটি, কত্ত কাজ আমার সব ফেলে কি আজকে রাতে সময় আছে শোবার? 'ফ্রোজেন বেবি' আমার মতই, ঘুম নেই তার চোখে, চেয়েই আছে পিটপিটিয়ে দৃষ্টু মিষ্টি মুখে। খুব লেগেছে মা মেরেছে মন খারাপের পালা। বেবি শোয়নি ঘুম আসেনি আমার যত জ্বালা। জাদুর পরি, জাদুর পরি- জাদুর কাঠি খোল, ঝলমলিয়ে আলো জ্বালিয়ে মাকে খুলে বল-মায়ের যখন বন্ধ আসে অনেক রাত হলে. আমার চোখে ঘুম এসে যায়ে ঘুমিয়ে পড়ি ঢলে মা বলে যে দুষ্টু সোনা খুব ঝামেলা করে। বাড়ি ভর্তি লোকের মাঝে আমার নিন্দে করে। বলি না তো দুঃখ যে হয় তখন কত মনে চোখের জল ঝরে পড়ে যায় সকলের গোপনে। আজ আমার ঘুম আসেনি ব্যস্ত আছি বলে -মা মেরেছে পাপা বকেছে ঘুম গিয়েছে চলে। সেদিনও তো মা শোয়নি ব্যস্ত ছিল বলে, মা তো কই খায়নি বকা ঘুম আসেনি বলে।



My Experience at Chocolate World

Mehal Bhattacharya (Grade 6)



I had been waiting for a very long time to see my best friend who lives in Ohio and we had come up with the idea for her family to come to our house. But the most exciting part was that we would get to go to Hershey!

I was excited when I got the news and even more excited when she arrived. When reached I gave her a tour around my house and we were both thrilled to have some fun. She and I both decided to start by organizing our beds then when we got settled down we had some dinner and went to bed. I knew that the next day would be amazing!

In the morning both of us went ahead and had some breakfast and changed. It was time to go! While in the car we wanted to do something, so we both started to play around with her baby cousin and before we knew it we were there.

While walking the adults started to take pictures and we kind of had to wait for ten minutes until we finally walked through the doors. I wanted them to go on the tour ride but her grandma was on a wheelchair so we had to go to the back. The ride was fun and my favorite part was when the cows started singing. When we got out all of us decided to take some more pictures by the chocolate statues.

The best part came next, we got to make our own

chocolate bars! The first step was to insert our tickets and choose the base, fillings, and toppings. Next we went into the line and scanned our tickets again to start the process. I thought it was really cool that we got to see how our chocolate was made. We waited in the line and then we went to make the design for the box. After the designing we went to the other line for picking up our boxes. Both of us gave our tickets then we received our boxes! Next all of us went ahead and bought some merchandise and got some ice cream and drinks. We all went home after that and it was a really fun and exciting day!

ઉઉ



Flower & Tree
Arman Kazi (Grade 2)



Meeting with a Music Legend

Siddhanta Banerjee (Grade 7)



nervous. We went to the country club hall and set up our instruments. We walked around and ate snacks until it was time for arrival. Finally, Mrs. Kavita Krishnamurthy came and we all greeted her. After introductions, it was time for us to go on stage. I was still pretty nervous because I was playing for such an important person. We performed the welcome song and some music. I felt awesome because we had an amazing performance. She came on stage and told us how she started learning music at an early age and the passion she had for music. She told us to dedicate some time in music. Then, we waited in line to take a picture with her. Once we took pictures I requested her husband. Mr. L. Subramaniam, to autograph my tabla notebook.

In conclusion, I am very fortunate to meet such a well- known person, Kavita Krishnamurthy. Hopefully, in the future I get to meet more people.

ജ്ജ

One day my tabla teacher told me that we were going to have a performance next month. He also told me that there would be other students who would play various instruments. I got excited because this was my second performance on stage. We started practicing the music and the beats on tabla. After a week or two, he said now we needed to have rehearsal together with all the students. Me and a couple of other students on tabla, piano, octopad, guitar and some singers were practicing at his house for the performance. When he announced that we will be performing to welcome Kavita Krishnamurthy, all the parents were surprised. I didn't know who she was, so I asked my dad who was Kavita Krishnamurthy. When he told me that she is a famous Indian singer, I was super excited to meet her. I even listened to some of her songs.

On the day of the performance I was very excited and



Rakhi Aadrija Das (Grade 3)



My View on NABC 2016

Poorna Chatterjee (Grade 6)



Have you heard about NABC before? It stands for North American Bengali Conference also known as Banga Sammelan. It is an amazing convention where Bengali people from all around North America and India come together and perform all different kinds of arts. The first ever Banga Sammelan was held in New York City just like this year except in 1981. That is why people were so gaga about it this year. This year, it took place on July 1,2,3 2016. I am going to be telling you about the performance, security, food, and water, the up and down sides of all of them.

This year, there were amazing venues like Madison Square Garden, Hammerstein Hall, and Hotel Pennsylvania Ballroom. All of them had space for people. While I am on the topic of the venues, let me tell you about the security. Everywhere there was security which was really good to make sure nothing got past them. They checked inside our bags, made sure no water or food got in. They even had a dog to sniff out the food, I thought that was pretty cool.

I had seen many programs, now I am going to share my top five, not including the ones which I performed in. I really liked the opening, Birju Maharaj had a very well choreographed kathak group dance. I had learnt kathak, a North Indian classical dance form. From an early age of 4, I had heard the name in the course of learning many times

and I had always looked up to him. Now at 11 years old, watching Pandit Birju Maharaj dance. at the young age of 78 made me stunned! I could see that the tukras and mudras were sharp and looked beautiful, even from a long distance, I was in awe. There were many variations, like the rainbow, Maa Durga, and the peacock, the lighting matched with the dance, it looked tunning! Sotho Konthe Rabindranath was amazing and both of my parents participated in being the narrators for the songs that were beautifully sung by people of all 50 states. Next is obviously the Cooking Show which was a play about two couples who are both competing on You tube to make the best cooking shows possible! It was hilarious, and along with the other characters which made it even funnier. One of the couples were doing just plain recipes while the other couple was cooking with garbage ewww! Even though it was a little disgusting, along with the props, the dialogues, and the humor, it was just too funny. The audience was laughing the whole time and it was definitely one of the best shows! My father participated in this play and everyone did amazing! Next was the unforgettable Sujoy Prasad. I didn't really understand what was going on unlike everyone else around me. People were sobbing, clapping, and all around spellbound by Sujoy Prasad's amazing performance. I was amazed at how someone could make people awestruck by putting emotion into words, I was amazed! While I am on the topic of amazing people who can really make a statement with their voice. let's not about Kaushik Sen forget and Raya Bhattacharya's amazing Mahabharat shruti natok (talk theater). I loved it because I could understand it and I was amazed at how well they could make people spellbound with only their voice and not even act! Last but certainly not the least...... Sunidhi Chauhan! My gosh, I loved her singing, it was absolutely amazing and she was interacting with the crowd. Everyone got up and we were all dancing and swaying to the music! I loved this one the best!

Now here are some of the other programs which I enjoyed. The film festival, there were so many interesting films about so many different things and we got to watch a little bit of each! We even got to meet with



the stars. Then, is the award ceremony. I loved that they gave out awards to very hard working people. Then, another favorite Kaushiki. She is one of my favorite Indian classical singers. Karthik Das Baul is one of my favorite folk singers and he was just amazing and everyone was clapping along, it was so much fun!

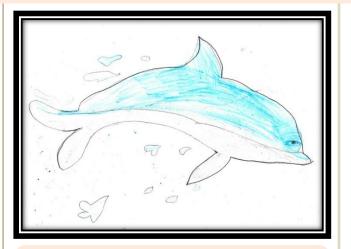
I had participated in two shows, *Tandra Hin Sohor* which means the city which never sleeps which was about New York City. It was a contemporary ballet dance performance with many different dances explaining about many different things such as work, Central Park, tunnels and bridges and so much more. The next performance which I participated in was Alokananda Roy's Jesus Christ and Krishna. I had the part of an angel. It was amazing because I got to work with the a world famous director. I was so happy to be doing a performance with her, I really had an amazing time doing performances and watching them!

Now we come to the bad stuff.

In Hotel Pennsylvania, there wasn't too much space and people had to crowd in. I felt like I was going to suffocate. plus there wasn't any air conditioning, and if there was and it was on, I didn't feel anything. My mother and I nearly got trampled when they said that they were going to cancel Raghav's program. I guess the people were really looking forward to seeing him. Another bad thing was the walking distance between the venues. They were so far away and it was tiring and painful to walk that much in one day. The downside to this is that even after my dance performances with Anindita Mukhapadhyay in Tandra Hin Sohor and Alokananda Rov in Krishna and Jesus Christ in Madison Square Garden, there was no water to replenish my thirst or food if I was hungry. We had to go out of the venue for water or food. Then, we had to go through security, again. I mean come on really, they've already checked us once!

I really enjoyed NABC 2016 but, as you can see there were some amazing things but there were also things which weren't so good. I think this Bongo Sammelan was amazing, we got to meet the stars like Alokananda Roy and Sujoy Prasad, we got to perform in big halls which are known across the globe, and best of all we got to meet up with our fellow Bengalis which include friends, family, and new friends!

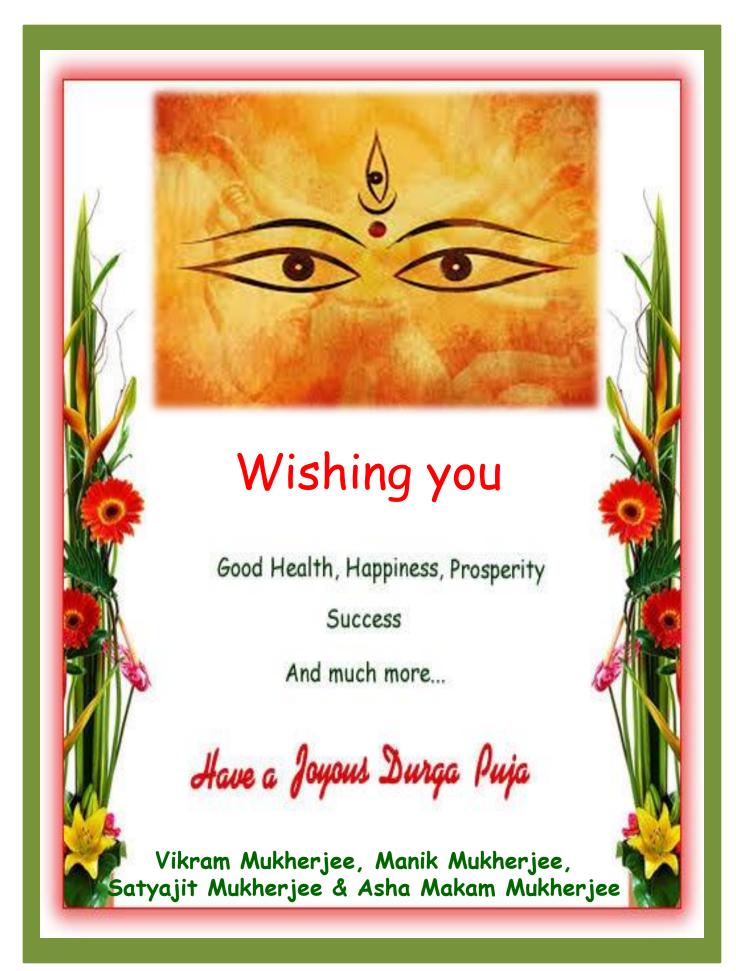
હ્યુલ્લુ

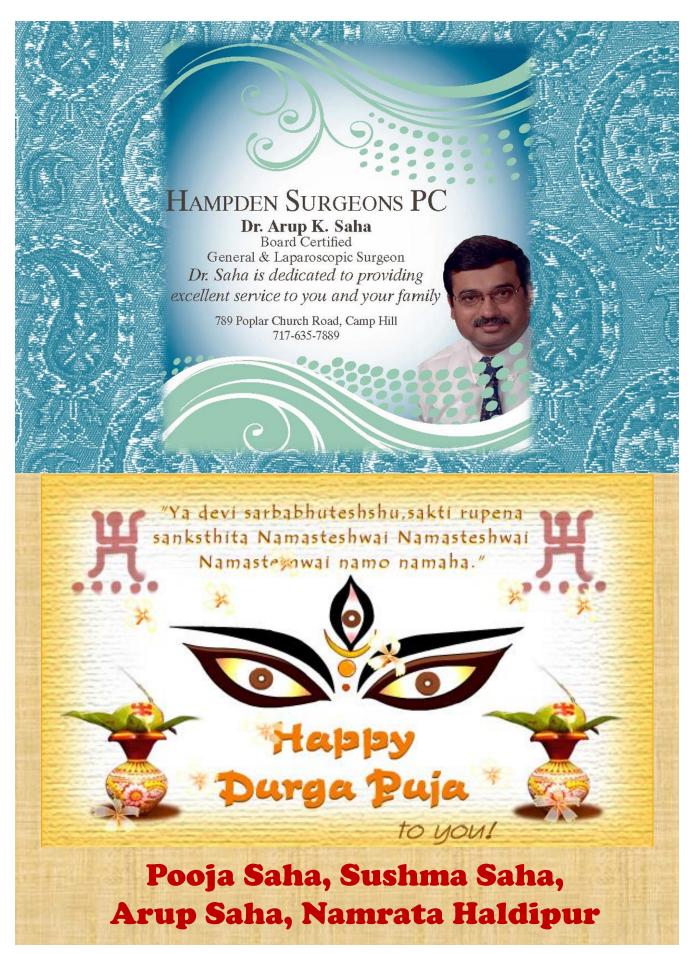


Oolphin Mythili Pai (Grade 4)



HorseMehal Bhattacharya (Grade 6)







India at a Glance

Mythili Pai (Grade 4)



My name is Mythili Pai. I recently visited India so I am writing some things about India.

India has 29 states and its capital is New Delhi. India is the 7th largest country in land and is 1.269 million miles. It is 2nd in population.1.2 billion people live in India and is the biggest democracy in the world. It is also called Bharat (after a great king named Bharata)

The official language is Hindi. India shares its borders with Pakistan and Afghanistan on the west and Bangladesh and Myanmar on the east. It is surrounded by the Arabian sea on the south west, Bay of Bengal on south east and Indian ocean on the south. The Northern boundary is made up of Himalayas, Sinkiang province of China, Tibet, Nepal and Bhutan. India is separated from Sri Lanka by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and Gulf of Mannar. There are five seasons in India and they are winter, summer, rainy season (monsoon), spring and autumn. The Indian climate is strongly influenced by the Himalayas and the Thar Desert, both of which drive the economically and culturally important summer and winter monsoons.

There are 94 national parks in India. There are 501 Wildlife Sanctuaries in India. The national animal of India is the tiger. The national bird is a peacock. The national fruit is mango.



The national flower is the lotus. Banyan tree is the national tree of India.

India has several rivers some of which are Ganga, Yamuna, Saraswati, Godavari, Narmada, Kaveri, Brahmaputra, Kshipra.

The SAKA Calender is the national calender of India. There are a lot of places of pilgrimage in India. 1. The 12 Jyotirlingas 2. Chardham 3. Golden temple 4. Tirupati/Tirumala 5. **B**adrinath temple 6. Kali temple-Kali ghat 7. Shrisailam 8. Sabarimala 9. Haridwar 10. Varanasi and many more.

India got its independence on August 15, 1947. The Indian constitution came into force on 26th January 1950. The present Prime minister of India is Mr. Narendra Modi. We recently celebrated our 70th Independence day.

I belong to the holy land of India and am proud to be a Hindu-American.

Jai Hind.

ઉ



A Religious Experience

Shashwati Banerjee (Grade 11)

I love to learn about places and their unique traditions. Recently, I had the chance to visit India and learn more about the rituals of Varanasi and Haridwar.

In Varanasi I visited the Kashi Vishvanath Temple. It is one of the most famous Hindu temples and is dedicated to Lord Shiva. It is located in the holy city of Varanasi, Uttar Pradesh, India.

The temple stands on the western bank of the holy river Ganga, and is one of the twelve Jyotirlingas, the holiest of Shiva temples. The Kashi Vishwanath temple is widely recognized as one of the most important places of worship in Hindu religion. This temple was built in 1780. Inside the Kashi Vishvanath Temple is the Jyotirlinga of Shiva. A visit to the temple and a bath in the river Ganges is one of many methods believed to lead one on a path to Moksha (liberation). The Kashi Vishwanath temple receives around 3,000 visitors every day. On certain occasions the numbers reach 1,000,000 and more. There are three domes each made up of pure gold.

In Haridwar I visited Har Ki Pauri. Jai Ganga Maa Har Ki Pauri is a famous ghat on the banks of the Ganges in Haridwar in the Indian state of Uttarakhand. This revered place is the major landmark of the holy city of Haridwar. It was built in the first century B.C. Literally, "Har" means "Lord Shiva" who is the god, "Ki" means "of" and "Pauri" means





"steps". Lord Shiva and Lord Vishnu are believed to have visited the Brahmakund in Har Ki Pauri in the Vedic times. There is a large footprint said to belong to Lord Vishnu on a stone wall.

Each evening at sunset priests perform Ganga Aarti here, when lights are set on the water to drift downstream. A large number of people gather on both the banks of river Ganges to sing its praises. The priests hold large fire bowls in their hands, the gongs in the temples at the Ghat start ringing and chants fill the air. People float Diyas, with burning flickers and flowers in them as a symbol of hope and wishes .The golden hues of floral diyas reflected in the river Ganges presents spectacular view.

In conclusion, I am very fortunate to have visited these culture rich cities and acquire an understanding of their traditions. Hopefully, in the future I am able to visit more places and learn more about them.

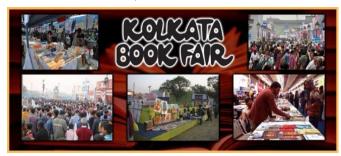
ઉઉ





কলকাতা বইমেলা

অৰ্কব্ৰত চ্যাটাৰ্জী



জানুয়ারি মাস এলে আমার নিজেকে কিরম পাভলভ সাহেবের কুকুরটার মত মনে হয়। পার্থক্য এটাই ওর ঘন্টা বাজলে ক্ষিদে পেত, আমার বইমেলা যেতে ইচ্ছে করে। চাকরি সূত্রে আমার মার বইমেলায় ডিউটি থাকত, এক বা দুদিন। পরে বড় হয়ে বুঝেছিলাম মায়ের কাজটা ছিল বইমেলা থেকে বই তোলা, তুলে জমা করা। সেই সময় ঠাকুমার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল সারা বছর তোমার ছেলে সামলাই কিন্তু রাত দশটা অবধি সামলাতে পারব না।

অগত্যা আমার 7-8 বছর বয়স থেকে বইমেলা যাওয়া শুরু। তখন বইমেলা ময়দানে হত। সবথেকে আনন্দ ছিল ধর্মতলায় ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে মা এবং মায়ের অফিসের অন্যান্য মামা, মাসিরা আসত, সেখান থেকে সবাই মিলে হা রে রে রে করে বেরিয়ে পড়া ময়দানের উদ্দেশ্যে। যাবার সময় দটো পকেট ক্যাডবেরি. ১স্টার, এবং আরও অনেক লজেন। নেবার আগে প্রমিস করতে হত বোন কে দিয়ে খাব, আর নেবার পরে থ্যাংকু (এটাও ওই কুকুরটার মত)। এরপর মেট্রো করে ময়দান। সেও এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। মেলায় ঢুকে আমার হাতে একটা ক্যান্ডিফ্রুস (তখন অবশ্য বডির চুলই জানতাম) ধরিয়ে মা নিজের কাজে ব্যস্ত। ওটা খেতেই দুঘন্টা কাবার। বুডিরচুল খেতে খেতেই সেদিন ডিউটিতে আসা কোন না কোন মামা, মাসির সাথে বইমেলা দেখতে যাওয়া। তখন বইমেলা মানে ছিল শুধ ছবি দেওয়া বই দেখা আদর এর নাম করে কিছ লোকজনের গাল টেপা খাওয়া। শিশু সাহিত্য সংসদের স্টলে গিয়ে ছবিতে রামায়ণ, মহাভারত। বিবেকানন্দের জীবনী ইত্যাদি দেখান ও কিনে দেওয়া। ক্লাশ থ্রিতে পড়ার সময় মা বোনকে তুতু-ভুতু আর আমাকে চ্যাঙা-ব্যাঙা কিনে দিয়েছিল।

যখন 6এ পরি সেই সময় মায়ের সাথে বইমেলায় গেছি আমি সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বসে আছি, সেই সময় পাহাড়ের মত লম্বা চওড়া একজন পুরুষ ন্যাশানাল লাইব্রেরির স্টলে এসে মার সাথে কথা বলছে, আমি ভাবছি লীলা মজুমদারের পদীপিসির বর্ণনা এরম ছিল। ইয়া ছাতি ইয়া পাঞ্জা। এই লোকটা নির্ঘাত পদীপিসে! এই সময় মা আমাকে ডেকে ওনাকে বলল, এইটি আমার পুত্র

আর উনি স্নীল গঙ্গোপাধ্যায শুনেই খুব অবাক হয়ে বললাম, 'তুমিই সম্ভর নাম করে গল্পগুলো লেখ?' উনি বললেন, 'তুমিও তো বেশ সম্ভুর মত কথা বল।' এই বলে একটা কাকাবাবুর বই গিফট করলেন, সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অটোগ্রাফটা ফ্রী! বোন (শিলু) ও আন্তে আন্তে বড় হচ্ছিল, আমার মত ওকে সামলাতেও ঠাকুমা অপারগ তাই এবার বোনও বইমেলা যাবে। বাবার তখন মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ মঙ্গলবার আর বুধবার ছুটি থাকত। আমরা চারজন মিলে চললাম বই মেলা। আমার ছোটবেলায় বাবা কোনদিন চিড়িযাখানা বা সার্কাস দেখাতে নিয়ে যায়নি, আর ভিক্টোরিয়া তো কলেজে পডার সময় প্রথমবার যাই। শীতকালে বাবা মার সাথে বেডাতে যাওয়া মানে বই মেলা। বাবাও লাইব্রেরিয়ান, আর অনেক প্রকাশক লেখকদের সাথে পরিচিত। বাবার সাথে বই মেলা ঘোরা মানে হয় খালি হাতে ফেরা। অবশ্য মেলা শেষ হবার পরই ওই বইটা মা বা বাবা কলেজস্ট্রীট থেকে এনে দিত। ওই কাকুই বইটা পাঠিয়ে দিয়েছে। নয়ত ওই দিনই "মিষ্টি সোনা" বা "ম্লেহের.." এইসব হাবিজাবি লিখে বইটা দিত। কিন্তু আবার ওই গালটিপে বা চিবক টিপে চল টুল ঘেঁটে দিত। দ তিন বছর বাবার সাথে যাবার পর আর বাবার সাথে যেতে চাইতাম না। বরং মার সঙ্গে গেলে অনেক বেশি বই দেখা এবং কেনা যেত। বাবার সাথে বইমেলা গেলে আরেকটা সমস্যা ছিল। বাবার পরিচিত লোকজনের সাথে দেখা হত আর তাদের সাথে গল্প জুডে দিত, আর এই সাক্ষাতের সময় আমার দিকে একটা অবধারিত প্রশ্ন আসত, 'অর্কব্রত' নামের মানে কি? প্রশ্নকর্তাদের লিস্টে যারা মনে আছেন তারা হল পবিত্র সরকার, নবনীতা দেবসেন, পূর্ণেন্দু পত্রী, পঙ্কজ সাহা, নচিকেতা ভরদ্বাজ, এবং সত্য বন্দ্যপাধ্যায়।

2003 এ লায়েক হয়ে গেছি! বাড়িতে বললাম বন্ধুরা মিলে বইমেলা যাব। এক কথায় বাডিতে রাজি শুধু দুটো শর্ত, 1) রাত 9টার মধ্য বাড়ি ফিরতে হবে। 2) মোট 200/- দেওয়া হবে তার মধ্যে বই কেনা, গাড়ি ভাড়া খাওয়া সব করতে হবে। পরদিনই স্কুলে গিয়ে 20জন কে বলে ফেললাম বইমেলা যাবি? 10 জন সঙ্গে সঙ্গের রাজী। যাবার দিন দেখা গেল প্রথমেই যে 10জন রাজি হয়েছিল তাদের কেউই আসেনি। কারো ঠাকুমার অন্ধপ্রাশন তো কারো দাদুর পৈতে হবে এরম জরুরি কাজে তারা আটকে গেছে। মোট সাত জন মিলে বইমেলা অভিযান শুরু হল। আমি উত্তেজনায় ফুটছি, বাবা মার সঙ্গে যাচ্ছি না তাই কেউ গাল টিপবে না। ময়দানে পৌঁছে একটা বন্ধু বৃদ্ধি দিল, আমরা পাঁচজন পাঁচটা আলাদা কাউন্টার থেকে টিকিট কাটব তাহলে নং গুলো আলাদা আলাদা হবে। ভিডের মধ্য পাঁচটা টিকিটে সাতজন





তুকতে পারলে 10/- বাঁচবে। অনেক কসরত করে খুঁজে খুঁজে একজন বুডো গার্ড আছে এমন গেট দিয়ে 5টা টিকিটে 7জন তুকলাম। তুকেই দেখি টিকিট কাউন্টারের থেকেও লম্বা একটা লাইন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার স্টলে। ওখানে RJ audition চলছে। একজন জানালো ও নাকি ছোট থেকেই FMএ জকি হতে চাইত! FM এসেছে দু বছর আর তোর ছোট থেকে স্বপ্ন?? এবার সিদ্ধান্ত হল ও যা খুশি করুক ফেরার আগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে।

হারাধনের সাতটি ছেলে ঘুরবে মেলাময়, একটি গেল RJ হতে, রইল বাকি ছয়!

সেবার প্রচুর ঘুরেছিলাম। আর কাগজ-কুডানিদের মত সব স্টল থেকে ক্যাটালগ নিয়েছিলাম। পকেটে রেস্ত কম, তাই বেনফিস বাদ। ডিজেলে ভাজা চারটে করে কচুরি আর ঘুগনি। ও আমরা মাঝে মাঝেই টয়লেট যাচ্ছিলাম। বড হয়ে গেছি! পাঁচটা নাগাদ ওই মক্কেল এল, ও সিলেক্ট হয়নি। ওকে "হিরের দুল" এর সাথে মিলিয়ে দশটা শব্দ বলতে বলেছিল। ও গোলাপ ফুল, টোপা কুল এসব বলার পর বলেছিল, বগলের চুল! একবার তো বইমেলায় Reliance প্রতিটা মোডে একটা করে ফোন বুথ বসিয়ে ছিল। ফ্রীতে যত খুশি ফোন কর। তখনও মোবাইল এত সহজ লভ্য ছিল না। সেই বাবু মেলায় গিয়ে সারা দিন মামা, মাসি পিসি কাকা সবাই কে ফোন করার পর আর কাউকে না পেয়ে শেষমেশ স্কুলের হেডস্যারকে ফোন করে জানায় ও বইমেলা থেকে ফোন করছে। স্কুল ছেডেছি তাও বছর দুয়েক। শুনে হেডস্যার বলেছিল, 'তুই বইমেলায়? স্কলে তো পডাশুনা করতিস না. এখন কলেজে ভর্তি হয়ে বইমেলা যাচ্ছিস? কি কি বই কিনেছিস কাল কলেজ থেকে ফেরার সময় দেখিয়ে যাবি!' খুব সম্ভবত সেটাই ময়দানে শেষ বইমেলা। এই সব পাপীদের আগমনে ভিক্টোরিয়ার সাদা গায়ে কলম্ক লাগছিল!

2010 থেকে মেলায় কত পরিবর্তন হল। আন্তে আন্তে পুরো মিলনমেলাই ভরে উঠল। কিছু লোকজনের যেমন অষ্টমীতে 31শে ডিসেম্বর পার্কস্ট্রীট সেরম বছরে একদিন যেতেই হবে। বইমেলার একটা জিনিস এখনও একই আছে সেটা স্টল নিয়ে অভিযোগ, হয়ত রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রমের উল্টোদিকেই আরামবাগ চিকেন। 2013 তে বইমেলায় ওই RJ হতে চাওয়া বন্ধুটার সঙ্গে দেখা 1নং গেটেরকাছে খুব মন দিয়ে কিছর একটা হিসেব করছে। জিজ্ঞাসা করতে ও বলল "কাল 10000/- চিংড়ি কিনেছি, আজ 12000/-এর আলু কিনব " 12000/-এর আলু! আমি তো শুনে হাঁ। ও আমাকে দেখাল সুমঙ্গল না কাদের একটা স্টলে আলুর বন্ড বিক্রী হচ্ছে, আর সেই আলু কেনার লাইনটা দে'জ কিংবা আনন্দর থেকে বড়ই হবে। জানি না ওই মেলায় হয়ত এমন কেউ গিয়েছিল, যে ইয়ান ফ্লেমিং এর জেমস বন্ড কেনার টাকা নিয়ে গিয়ে আলুর বন্ড কিনে বাড়ি ফিরেছিল! এবছর বইমেলায় Script এর স্টলে একজন একটা বই বার করল, "রবিনসন

কুশো" বাই "ড্যানিয়েল ডিফো"। যে বইটা বার করল তার ডানদিকের ছেলেটা বলল, "এটা বোধহয় কোন নতুন রাইটারের"। পাশের ছেলেটা বলল, "চল, দেরী করিস না। আগাথা ক্রিশিটরটা কিনতে হবে। " খুব কষ্ট লাগে যখন দেখি বাচ্চাগুলোর হাতে ইংরাজিতে ফেলুদা কমিক্স, (ও এখন আবার গ্রাফিক নভেল বলতে হয়!) ওরা না পডল বাঙলাভাষা, না জন্মালো কল্পনা। বাবা মা-রা বাচ্চাদের নালক, বুড়ো আংলা, আবোলতাবোল কিনে দেয় না। কষ্ট হয়, যখন চাঁদের পাহাড়ের মলাটে দেবের ছবি দেখি। অথবা মেলায় ঢুকেই যখন দেখি অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুখ দিয়ে "চোখের বালি"র পোস্টার।

গত বছর অবধি দেখেছি, কোন একটা স্টলের বাইরে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে সারাদিন নবারুণ ভট্টাচার্য একা বসে আছেন, আর কিছক্ষণ পর পর উল্টোদিকের টয়লেটে যাচ্ছেন সিগারেট খেতে। তখনই হয়ত মেলার অপর প্রান্তে কোন এক নবাগতা অভিনেত্রী আসবে বলে 500লোক 1ঘন্টা অপেক্ষা করে আছে। লেখক পাঠক প্রকাশকের মিলনের লক্ষ্যটাই উপলক্ষ্য হয়ে গেছে। সেলিব্রেটিদের পুজোর পোশাক সম্বন্ধে বলতে বললে যেমন বলে. "সারা বছরই তো কিনি" আমার কাছে বইমেলাও তাই। তবুও বইমেলা যাই। দদিন তিনদিন কত বই হাতে নিয়ে দেখি, কিছ কিনি, কিছ কেনার প্রত্যাশা নিয়ে ফিরি। কিছু পুরানো মানুষদের সাথে দেখা হওয়া, কিছু নতুন মানুষের সাথে আলাপ। আর প্রত্যেকবার পাডার পূজোর সম্পাদকের মত ভাবি. এবারই শেষ, আর নয়। বইমেলা ঘোল ও না, পিটুলিগোলা হয়ে यारुष्ट। আর যাব না। কিন্ত যেটা দিয়ে শুরু করে ছিলাম. জান্যারি এলেই আবার সেই পাভলভ সাহেবের কুকুরটার মত অবস্থা হয়, বইমেলা যেতে ইচ্ছে হয়।

ઉ



গল্প লেখা

শ্রীপর্ণা দাশ ব্যানার্জী

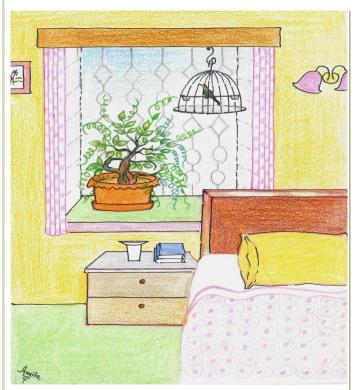
এক পলকে অনেক বছর পিছিয়ে যাওয়া যায়, ফেলে আসা মাঠের মাঝে স্বপ্ন পাওয়া যায়। অতীত ঘেঁটে নতুন করে গল্প লেখাও যায়, তবু নতুন গল্পে কোথাও কি নিজেকে পাওয়া যায়?





ভেষজলৌকা

প্রীতীশ মণ্ডল



গোলোক সাঁপুই অকৃতদার, সাদামাটা, নির্মঞ্জাট মানুষ। চৌরঙ্গীর কাছে একটি সওদাগরি আপিসে আজ নয় নয় করে তার কুড়ি বছর হয়ে গেল। জীবনে চাহিদা কম, শখ বলতে একটু গাছ-গাছালির বই পড়া আর বছরে বার দুই কাছে-পিঠে কোথাও বেড়িয়ে আসা. এককালে টাকির দেশের বাড়িতে বড়ো বাগানছিল। জনা দুই মালি দেখাশুনোও করতো. বাবা সংস্কৃত পড়াতেন পাড়ার স্কুলে। তিনি চলে যাবার পর থেকে সেসবের পাট উঠেছে, সে বাগানে আজ আগাছা আর সাপ-খোপের আড্ডা. কাঁকুড়গাছির কাছে, গোলোকবাবুর তিন কামরার ফ্ল্যাটে বাগানের স্বপ্ন দেখা বিলাসিতা, তবুও ক্যান্টিলিভার এর জানালায় তিনি দু-চারটি টব বসিয়ে একটু সবুজ ছোঁবার চেষ্টা করেন।

সম্প্রতি একটা ল্যাপটপ কেনার পর থেকে গোলোকবাবুর জীবনে পরিবর্তন এসেছে। ইন্টারনেট বস্তুটা আজব, খুঁজতে জানলে কি নেই তাতে। শুধু কি গাছ? বাংলার আসে পাশে আরো কত জায়গা আছে, যার নাম গোলকবাবু আগে কখনো শোনেননি। ইন্টারনেটের মেঘের জগতে ঘুরতে ঘুরতে এক রাতে হঠাৎই গোলোকবাবুর চোখ আটকে গেলো একটা ছবিতে। পালপালা নদী। নাঃ! অচেনা নাম। জায়গাটা সিমলিপাল অভয়ারণ্যের কাছে, যেটি গোলোকবাবুর খুব অপৰিচিত নয়। জুনিয়র অবিনাশকে ধরতেই খবর মিলল। সিমলিপাল হাওড়া থেকে মেরে-কেটে ঘন্টা পাঁচেকের রাস্তা। ভেতরে একটা উত্তেজনা অনুভব করলেন গোলক বাবু। পিছুটান কম, বাড়িতে সাথী বলতে একটা ময়না- তুয়া। ও কাজের মাসি প্রতিমাকে বলে গেলেই হবে, একটু খাবার দেওয়ার বেশি তো নয়. পরদিন অফিসে একটা ছুটির দরখাস্ত জমা দিয়ে দিলেন গোলকবাবু।

তিন দিনের মাথায় এসে গেলো শনিবার। ভোর ভোর বাসে চেপে বসলেন গোলোকবাবু। বাসটা যখন টাটানগর পৌছালো তখন সকাল গড়িয়ে প্রায় দুপুর। কি যে হয়েছে আজকাল, নভেম্বর মাসেও যেন গরম যায় না। শীত জিনিসটাই যেন উবে গেছে, ট্যাক্সিতে ওঠার একটু পরেই চারপাশটা বেশ সবুজ হতে লাগল। মনটা হালকা হয়ে এলো। লুলুং গেস্ট হাউসের সামনে গাড়ি যখন দাঁড়ালো তখন প্রায় তিনটে, চারপাশটা মন্দ নয়। গোলকবাবু একবার ভাবলেন সবকিছু কি একটু তাড়াতাড়ি ঘটছে? কে জানে! যাকগে, এসে যখন পড়েছেন তখন ভেবে আর লাভ কি।

পরদিন ভোরে বেরিয়ে পড়লেন গোলোকবাবু। সকালে হাঁটার অভ্যেস তার চিরকালই। কাল রাতে ঘুমটা বেশ ভালোই হয়েছে। পথের ক্লান্তি আজ আর নেই। মাইল খানেক হাঁটতেই কানে এলো বয়ে চলা নদীর শব্দ। পালপালা। ল্যাপটপের ছবিটার সাথে সামনের দৃশ্যটা ঠিক মেলাতে পারলেন না গোলোকবাবু। কিন্তু বেশ সুন্দর ছোট্ট একটা নদী, দুপাশে ছোট-বড় নানা মাপের পাথর ছড়ানো। কয়েকটা চাই জলের মাঝখানে মাথা উঁচু করে আছে. নেমেই পড়লেন গোলকবাবু। বেশ ঠাভা জল, অগভীর, হাঁটুর নিচে। স্রোতটা কেমন একটা শিরশিরে অনুভূতি সৃষ্টি করছে পায়ে। ছোট্ট নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সামনে তাকাতে চোখে পড়লো ঘন জঙ্গল, আরও দূরে গাঢ় সবুজ পাহাড় উঁকি মারছে পেছনে।

"কি মশাই, বাঙালি নাকি ?"

চমকে পিছনে তাকালেন গোলোকবাবু, তিনি একা নন তাহলে। নবাগত মানুষটি সাকুল্যে সাড়ে পাঁচ ফুট। কাঁচা পাকা চুল, সহাস্য বদন. গায়ে একটি পুরোনো কোট।

"হাাঁ, আমি কলকাতা থেকে আসছি. গোলোক সাঁপুই," সংক্ষেপে জবাব দিলেন গোলকবাবু।

"কি দারুণ, কি দারুণ, আমিও বাঙালি, নলিনাক্ষ জানা. সখের বোটানিস্ট। লোকে পেছনে বলে 'প্রফেসর নোলে'।"





হঠাৎ নোলেবাবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন আর মুহূর্তে গোলকবাবুর গলার কাছে দিলেন দুই আঙুলের মোক্ষম টোকা।

"দেখেছেন কি কাভ! জোঁক !! খুব সাবধান মশাই, মারাত্মক জিনিস এই জোঁক!"

ধাতস্ত হতে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেলো। নাঃ, একটু পাগলাটে হলেও নোলেবাবু লোকটি মন্দ নয় দেখছি।

"উঠে আসুন দাদা। ঐ পাড় বেয়ে চলা রাস্তাটা কিন্তু প্রাতঃশ্রমণের জন্যে চমৎকার।" হাটতে হাটতে জমে গেলো আলাপ। দুজনেই যে গাছ-পাগল। নোলেবাবু সিমলিপালে আছেন প্রায় ষোলো বছর। কাঠা দশেক জমির উপরে তার বাড়ি আর বাগান। নাম জানা, না-জানা কত গাছের মেলা। তন্ময় হয়ে দেখতে থাকেন গোলোকবাবু। জমির দক্ষিণ কোনায় প্রায় ফুট পনেরো লম্বা একটা বর্গাকৃতি জায়গার উপরে চোখ পড়লো গোলোক বাবুর. সবুজ চৌকো জালে ঘেরা। ভেতরে অসংখ্য গাছ, কিছু পোঁতা, কিছু টবে।

"যাবেন নাকি ভেতরে? এটি আমার rain forest!"

গোলোকবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, "বিশেষ কিছু আছে কি?"

"আহা, না গেলে বুঝবেন কী করে? সব বিরল প্রজাতির গাছ মশাই। এক একটির এক এক রকম গুণ- অথবা দোষ। ওদের মধ্যে আমি নানান পশু পাখি এমন কি মানুষেরও কিছু সত্ত্বা মিশিয়ে দিয়েছি," খুক খুক করে হাসলেন প্রফেসর নোলে।

জালে ঘেরা ঘরটির পূর্ব প্রান্তটি নদী ঘেঁষা। সূর্য উঠেছে ততক্ষণে। সকালের লালচে আলো জঙ্গলের সবুজ আভা মেখে পড়েছে পালপালার জলে। প্রতিবিদ্ধে কিন্তু চোখ কিন্তু ধাঁধালো না গোলোক বাবুর। একটা নতুন গাছ তাকে আড়াল দিচ্ছে, বিশাল ঝোলানো টবে দিব্বি রয়েছে সে। দেখতে বনসাই এর মতন, তফাৎ একটাই। অজস্র লতানো শুঁড় বেরিয়ে এসেছে তার নানান প্রশাখা থেকে। নদীর খোলা হাওয়ায় তারা দুলছে, যেন মেতেছে আপন মনে।

"মনে ধরেছে নাকি?" আচমকাই প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন নোলে বাবু। লোকটির পর্যবেক্ষণ শক্তি আছে বটে!

"ছোট চারাও আছে. যদি চান. ভারী অদ্ভুত গাছ এটি, নতুন প্রজাতি, আমিই ঘটিয়েছি প্রজনন। একটা সায়েন্টিফিক নাম-ও দিয়েছি, Hirudo Bengalensis। যদিও বইতে ও নাম পাবেন না।"

দিন দুই পরে গোলকবাবু ফিরলেন কলকাতায়, সাথে একটা ছোট্ট গাছের চারা- হিরু- Hirudo Bengalensis। এরপরে

বেশ তাড়াতাড়ি কেটে গেলো কয়েকটা দিন। জমে থাকা কাজের চাপে গোলোক বাবু একরকম ভুলেই গেছিলেন তার নতুন অতিথির কথা। বিকেলে একবার জল দেওয়া, ঐ পর্যন্ত। একদিন মনে হলো গাছটা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে বারান্দায়. বিশেষ কি করা যায়, গোলোকবাবু ভেবে পেলেন না। টবটা নিয়ে এলেন শোবার ঘরে। পুব দিকের জানলাটায় বেশ আলো বাতাস খেলে। পরদিন একটা প্যাকেট থেকে ফার্টিলাইজার ছড়াতে গিয়ে ছোট্ট বিপত্তি ঘটল। একটা কাঁটা ফুটে গেলো ডান হাতের বুড়ো আঙুলে, আর বেরোলো ফোঁটা দুয়েক রক্ত। বিশেষ আমল না দিয়ে গোলক বাবু কাজটা শেষ করলেন। আলো হাওয়া আর নতুন সারের গুণে স্বাস্থ্য ফিরলো হিরুর,গোলোকবাবুর মনটা খুশি হয়ে গেল। মনে পড়ে গেলো পালপালার পাড়ের সেই সকালটাকে। হিরুর লতানো শুঁড়গুলো বাড়তে লাগলো ধীরে ধীরে, পেঁচিয়ে ধরলা জানলার গ্রিল। হাওয়া দিলে এদিকে খাটের মাথায় যেন সে ছঁয়ে যায়। মাঝে মাঝে সে বোধহয় খাঁচার ময়নাটার সাথেও কথা বলে। খুশিই ছিলেন গোলোকবাব। তবু এই প্রথম যেন বয়সের ভার একটু অনুভব করলেন। অফিসে যাওয়ার আগে আয়নায় দেখলেন শীতের টানের হাওয়ায় তার মুখের চামডাটা একটু শুকিয়ে গেছে. ছোট ছোট কালো দাগ দেখা দিয়েছে। নাঃ এই বুড়ো বয়সে দেখছি ক্রিম মাখতে হবে! অফিসে পাশের টেবিলের অবিনাশ একদিন চেপে ধরলো. "কি গোলোকদা হিরুর কথা যে শুনি না আজকাল। রোববার সকাল কিন্তু দেখতে যাবো আপনার ভেষজটিকে।"

হঠাৎই ঘটে গেলো একটা ঘটনা যার জন্যে গোলোকবাবু একদমই তৈরি ছিলেন না। তিনি সাধারণত তাড়াতাড়ি শুতেই ভালোবাসেন। ল্যাপটপ কেনার পর থেকে মাঝে সাঝে একটু তাস খেলেন রাতে। কন্ট্রাক্ট ব্রিজ। শনিবার দশ্টার দিকে শুয়ে পড়লেন গোলোকবাবু। শেষ কয়েকদিন ধরে একটু দুর্বল লাগছে, রাত আর জগতে ইচ্ছে করে না। অনেক রাতে ঘুমটা ভেঙে গেলো. নীল নাইট ল্যাম্পটা ঠিকই জ্বলছে। কিন্তু যেটা স্বাভাবিক নয় তা হলো একটা স্পর্শ। গোলোকবাবুর মনে হলো হিরু যেন তাকে পরম মমতা ভোরে ছুঁয়ে চলেছে। তার ডালপালা যেন জেগে উঠেছে। লতানে হাতগুলো মুখ পেরিয়ে তার গলার স্পর্শ চাইছে। দুর্বল প্রতিরোধে গোলকবাবু সেই আলিঙ্গন থেকে বেরোতে পারলেন না। কি চাইলেন না কে জানে। কোনো কন্টও বোধ করলেন না। আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে নোলে বাবুর খিলখিলে হাসিটা ভেসে এলো কানে "বড় আশ্চর্য এই গাছ।"

রোববার সকাল ঠিক আটটায় এসে হাজির হলো অবিনাশ।
অনেক ডাকাডাকিতেও খুললো না গোলোকবাবুর দরজা।
বেজে গেলো তার ফোন। অবিনাশ একটু ঘাবড়েই গেলো।
মানুষটাকে শেষ কয়েকদিন যেন ঠিক লাগছিলো না। কি
করবে বুঝতে না পেরে চলে যাবে স্থির করলো অবিনাশ।
ফ্রাটবাডির গেটের কাছে তার চোখে পডল একটা





অফিসঘর। ফ্লাটের ম্যানেজার চরণের চাবির গোছায় অবশেষে খুললো গোলোকবাবুর বন্ধ দরজা। বেডরুমে ঢোকার সময় অবিনাশের বুকটা একবার কেঁপে উঠলো। ঘুমিয়ে আছেন গোলক বাবু। শ্বাস পড়ছে! কিন্তু তাকে জাগানো খুব সহজ হোলো না। কেমন একটা ঘোর আর ভীষণ দুর্বলতা গোলোকবাবুকে পেয়ে বসেছে। অবিনাশের মনে হোলো গতিক সুবিধের নয়। একরকম জোর করেই সে গোলোকবাবুকে তুললো একটা ট্যাক্সিতে। ডাক্তার মিত্র এবাড়ির পুরোনো বন্ধু। ট্যাক্সিতে বসে অবিনাশ লক্ষ করলো গোলোকবাবুর মুখে আর গলায় অসংখ্য কালো ছোট দাগ। মিত্র সাহেব কিন্তু গোলোকবাবুকে বাড়ি ফিরতে দিলেন না সেদিন। কম প্রেসার আর ক্রত চলা হুৎস্পন্দনের বেশি কিছু তিনিও বলতে পারলেন না। কিন্তু এটুকু বললেন যে গোলোকবাবু আজ হাসপাতালেই নিরাপদ।

পরদিন বিকেলে এক রাশ বিরক্তি নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ডিউটিরত ছোকরা ডাক্তারটি বলল, "আপনার নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল। ব্লাড টেস্ট এর রিপোর্ট রাতে এলে বাকিটা বলবো ফোনে।"

"শার্লক হোমস." স্বগতোক্তি করে বেরিয়ে পডলেন গোলোকবাব। ফ্রাটের সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়ালেন। আবছা ভাবে মনে পড়লো পরশু রাতের কথা। তাহলে গাছটাতেই কি গন্ডগোল। পাগলা নোলেবাবু বলছিলেন যে তিনি নাকি গাছের সাথে প্রাণীর স্বভাব মেশাতে পারেন। এটা কি কোনো ভৌতিক কান্<u>ড?</u> সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ফ্লাটের দরজা খুললেন গোলোক সাঁপুই। নাঃ, কিছু মাত্র পরিবর্তন দেখছেন না। সেই রাতের ছাড়া লুঙ্গিটা এখনো মাটিতে পড়ে আছে। টেবিলে পরশু রাতের ডিনারের বাসি থালা। প্রতিমা নিশ্চই ঢুকতে পারে নি। হঠাৎ মনে হোলো যাই দেখি গাছটাকে একবার। বেডরুমের লাইটটা জুলতেই চোখ शिला जानानाय । शाष्ट्रण यन व्याता व्यतनक नर्छा रस उर्छर । এই দুদিনেই। লতাপাতা গুলো প্রায় ঢেকে ফেলেছে গ্রিলটা। হঠাৎ চোখ পড়লো তুয়ার খাঁচার দিকে। খাঁচাটি আছে দিব্বি, আর খাঁচার মাটিতে পড়ে আছে তুয়া, চোখের মণি স্থির। একটা চেয়ারে বসে পড়লেন গোলোকবাব। মিষ্টি বনজ গন্ধ তাকে কেমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। হঠাৎ ফোনের শব্দে যেন জেগে উঠলেন।

"গোলোক, আমি ডাক্তার মিত্র বলছি।"

"হ্যাঁ, বলুন। একটু আগেই পৌঁছেছি।"

"কেমন লাগছে এখন?"

"অনেকটা ভাল। ব্লাড রিপোর্টে পেলেন কিছু?"

"হ্যাঁ। তুমি তো ভীষণ অ্যানিমিক গোলক।"

"আনিমিয়া?"

"রক্ত তঞ্চনের প্রবলেম আছে, আমাদের ভাষায় PTT বেড়ে গেছে। কারণটা এখনও জানি না, কিন্তু মনে হয় ওটাই মূল সমস্যা।"

ফোনটা রেখেই গোলোকবাবু ল্যাপটপটা তুলে নিলেন। অনেক দিন বাদে আজ বৈঠকখানায় গিয়ে বসলেন। পকেটের নোট বইতে পেয়ে গেলেন সেই বিদঘুটে নামটা। Hirudo Bengalensis। নলিনাক্ষ খুব ভুল বলে নি। মাথামুণ্ডু নেই। গুগলও বোকা বনে গেলো। কিন্তু একটা দুটো নামকে আলাদা করতেই ব্যাপারটা ঠিক হিজি-বিজি রইল না। বিশ্বয়ে গোলোকবাবু দেখলেন Hirudo আসলে জোঁকের পোশাকি নাম। তুয়ার কথাটা মনে পড়তেই ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কেটে গেল তার। মনটা তেতো হয়ে যাচ্ছে। রাগে অন্ধ হয়ে এক খামচে নুন তুলে নিলেন গোলোকবাবু। এক লাফে ঢুকলেন ঘরে আর পাগলের মত নুন ঢালতে লাগলেন গাছটার পাতায়, ডালে, টবের গোড়ায়। কিন্তু কিছুই তো হল না। অবসন্ধ গোলোকবাবু ঠিক করলেন ওই ঘরে আজ রাতে আর নয়। পরদিন সকালে তার ঘুম ভাঙলো প্রতিমার ডাকে।

"কোথায় যে গেছিলেন, আমি ডেকে ডেকে সাড়া পাই না যে! ওমা! অমন সন্দর পাখিটার কি হল?"

গোলোকবাবু একবার উঁকি দিলেন শোবার ঘরে। অবাক চোখে দেখলেন যে গাছটা আর নেই। খালি টব পড়ে আছে তার ভিজে মাটি নিয়ে, রংটা লালচে। বাবা থাকলে কি বলতেন তা সত্যিই গোলোক সাঁপুইয়ের জানা নেই। হয়তো ভেষজ আর জোঁকের সন্ধি করে বসতেন... ভেষজলৌকা!

অলংকরণঃ অঙ্কিতা সিংহরায়

ઉઉ



Sriparna Das Banerjee



My Existence

Abhishek Banerjee



Sometimes I think why I exist, This thought so weird, Oh! let it persist.

I try to find my path through the wilderness, Hope of getting purified off my impureness.

Why this mortal soul looks for earthly delights, Works hard through the day and mourns by the nights.

I strive to achieve big and perform miracles, But why can't I get pass the unsolvable obstacles.

Am I naive? Am I not suitable?
My weakness, my fears - facts which are indisputable.

I think about my ambitions, things I can do best, But they elude my visions, never able to put them to rest!

Do I live in a virtual world full of lies, Strive to live a happy life, but cannot ever reach the skies.

I stand by the river and gaze at a distant land, And I wonder if life's beautiful there & comes to you as planned.

In this struggle, yet to realize the simple truth, Life is a journey and I will pass by like a soulful youth.

Now I raise my head and pray to the Almighty, May I get eternal peace and my deeds be mighty!

ઉત્સ્વ

My Dreams

Meghna Banerjee



I dream that I am a bird,
And can fly and migrate to the far world
Above the buildings, sea and beneath the rolling clouds,
And can cross the border without any doubts.
But when I think of the shot guns aim,
I give up the idea and a dreamer I remain.

I dream that I am a tree,
Growing and swaying on every corner of land and sea.
I do what needs to be done
And give food and shelter to everyone.
Because of me the rains take place,
And I protect the soil from going to waste.
But what if I am cut down by selfish men?
I would rather not be a tree then.

I dream to be an angel,
With a crown on my head,
A shining dress and dangles red.
Holding a wand of diamonds in my hand
And making everyone sit and stand.
Free to choose to dance and sing
As the sunlight touches my golden wing.
But then I think of the devil's screams,
No fun being an angel in your dreams.

So let's forget being angels in our dreams, Better to remain as caring human beings.

હાલહ





Little Dog Aratrika Chakrabarti (Grade 6)



Flowers Ryma Saha (Grade 3)



Hight Town Ishita Mitra (Grade 7)



Flowers Arman Kazi (Grade 2)





Photo: Indranil Chakrabarti & Debasish Mandal

Saraswati Puja

February 13, 2016





















BENGALI CULTURAL SOCIETY OF CENTRAL PA Creations

Crossing the Mason-Dixon Line

Braeden Rishi Banerjee (Grade 4)



The Annual Indian Summer Picnic was held on June 18th, 2016 At Pen Mar Park in Cascade, Maryland. It was a fun day, which included a lot of food, play, and hiking on the Appalachian Trail. We crossed the Mason-Dixon line and we learned a little history as well.

We had a lot of food during the picnic like beguni, bhelpuri, and tandoori chicken. There was also a variety of fruit and sweets such as misti doi. After we ate, a group of us decided to go for a walk to burn off all the calories we ate!

Our walk started pretty casually. While we strolled along, we picked pretty wild flowers along the way and even posed for pictures on the railroad tracks. Thank goodness no trains came! The trail became a little rougher over rocks and tree roots. We only walked half of a mile out of the estimated 2,200 miles of the Appalachian Trail, which was completed in 1937. It connects the state of Maine to the state of Georgia.

A little ways further up the trail we crossed over the Mason-Dixon line into Pennsylvania. The line divided the Southern states and the Northern states during the American Civil War. Beside the sign was a mailbox, a place where hikers can exchange letters and messages. Overall, we had a great time. We learned a little history as well. In my opinion, it was very fun and I hope the next picnic will be just as memorable. Someday, I would like to hike the whole trail!

ઉઉ



Reindeer Mehal Bhattacharya (Grade 6)



The Purple Hut

Mythili Pai (Grade 4)







Picnic at the Penn Mar Park, MD June 18, 2016













সদা জাগৃতি

মিত্রা ব্যানার্জী



'At the end of life, we will not be judged by how many diplomas we have received, how much money we have made, how many great things we have done. We will be judged by - "I was hungry, and you gave me something to eat. I was naked and you clothed me. I was homeless, and you took me in." - Mother Teresa

আজ সকাল থেকে অঝোর ধারায় একা-নাগাড়ে চলছে বৃষ্টি। যে ক'জন ডোনার এর আসার কথা ছিল, তারাও আসতে পারবে কি না সন্দেহ। এদিকে পৃথাকে আজ চার ইউনিট ব্লাড না দিলেই নয়। উৎকণ্ঠিত মুখে হাসপাতালের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল প্রবীর। আজ ও অফিস যাবে না। এই নিয়ে এই মাসে চার দিন হয়ে গেল, চাকরিটা এইবার টিকলে হয়ে। অবশ্য প্রবীরের এটা নতুন নয়। সেই চাকরিতে ঢোকার সময় থেকেই গত দশ বছর ধরেই চলছে এই রুটিন। অফিসে অবশ্য সবাই ওকে খুব সাপোর্ট করে ওর এই সমাজ সেবা কাজের জন্য। হঠাৎ পৃথার বাবা বললেন, "এত চিন্তা করো না, তোমরা তো যথাসাধ্য চেন্টা করছ। একটা না একটা ব্যবস্থা তো হয়েই যাবে।"

সত্যি পৃথাটা খুব হাসি খুশি খুবই গরিব ঘরের মেয়ে, কঠিন রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসা করার সামর্থ নেই ওর বাবার। অথচ পৃথা খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে পড়াশোনা করার খুব ইচ্ছে, ভালো ছবিও আঁকে। বাঁচার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করে যাচ্ছে হাসি মুখে। জানি না কোথা থেকে এত প্রাণশক্তি পায়। পৃথাকে দেখে প্রবীরের বছর দশেক আগের একটা মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তখন পাশে তার স্ত্রী সোনালি ছাড়া আর কেউ ছিল না। সেই দিন ও অতি দরিদ্রতার সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে

চলেছিল তাদেরই বাডির কাজের লোকের মেয়ে মিতা। মিতার জন্যই ওদের প্রথম লড়াই শুরু। তারপর দেখতে দেখতে কেটে গেল দশটা বছর। সোনালি এখন স্কুলে পড়ায় সাথে পুরো দমে গৃহিণী সঙ্গে শাশুড়ির প্রতি খেয়াল রাখা। সোনালির এই চাকরিটা করা শুধু মাত্র গরিব বাচ্চা মেয়েগুলোর জন্য। এত ডোনেশন পাওয়া সত্ত্বেও পৃথাদের চিকিৎসার খরচ স্কুলের বাচ্চাদের খাওয়া পড়া ও শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য যে টাকা খরচ হয়ে তাতে কিছু অভাব থেকেই যায়, এই অভাবগুলো সোনালিদেরই মেটাতে হয়। এটা অবশ্য ওরা খুব খুশি মনেই করে। এই গরীব বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করতে করতে কোথায় যেন ওরা এক জায়গায় গিয়ে সবাই এক। বয়সের পার্থক্য থাকলেও ওরা একই ছাতার নিচে একসাথে কাজ করে। ওদিকে প্রবীরের হাসপাতালে অপেক্ষা করা সার্থক হল। ওরই এক অফিস কলিগ আগের দিনই ব্লাড ডোনেট করার কথা শুনেছিল। আজ এই বৃষ্টির মধ্যেও অনেক দূর থেকেও এসে ঠিক পৌঁছে গেছে। আসলে এই সব সহ্বদয় মানুষের সহযোগিতাতেই তো প্রবীররা সঠিক ভবে কাজ করে চলেছে এতগুলো বছর। যাই হোক পৃথাকে সঠিক সময়েই রক্ত দিতে পেরে সকলে খুশি। আশা করা যাচ্ছে পৃথা ওই পাঁচটা বাচ্চার মতো একটি সস্থ্য জীবন ফিরে পাবে। ওর জীবন সংগ্রামের পথে পডাশুনা ও আঁকাটাকে ঠিক ভবে চালিয়ে নিয়ে যাবে।

দশ বছর আগে ওরা এই কাজ শুরু করেছিল। ওদের সংস্থার নাম "ক্ষোপ ফাউন্ডেশন" এবং ওদের স্কুলের নাম "আনন্দ পাঠশালা"। এটা এখন শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে। কত লোক সঙ্গে থাকব বলে এল, আবার কত জন ছেড়ে চলে গেল। ওরা ছজন প্রবীর, সোনালি, শুভেন্দুদা, দীপঙ্কর, শাওন ও অভীক এরা অনেক ঝড় ঝাপটা সামলে কাজ করে চলেছে নিয়মিত ভাবে। ওরা এই সংস্থার জন্য একটা ফান্ড তৈরি করেছে। প্রবীররা সারা বছরে বাচ্চাদেরকে নিয়ে অনেকগুলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে, শিক্ষামূলক, আঁকা ও খেলাধূলার প্রতিযোগিতা করে। পিকনিক করতে, এবং কিছু জায়গা পরিদর্শন করতেও নিয়ে যাওয়া হয়। শুভেন্দুদা সরকারি চাকরি করতেন, রিটায়ারের আগের থেকেই আছেন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। শাওন দুর্গাপুরের মেয়ে, পিজি হাসপাতালের ডাক্তার। ওর স্বামীর বন্ধ অভীক যখন ওদের বাডিতে যায়, তখন তাঁর কাছেই জানতে পারে যে ওরা কি ভাবে অসহায় বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করে। তাদের শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক গঠন, স্বাস্থ্য, ডাক্তার, ওষুধ, প্রয়োজনে রক্তের ব্যবস্থা করা সব রকম সাহায্য করে। এসব কথা শোনার পরে শাওন ও তাঁর স্বামী দীপঙ্কর দ্বিতীয় বার ভাবেনি ওদের সাথে এই কাজে যোগ দিতে।





অতি দরিদ্রতা এই বাচ্চা মেয়েগুলির পরিবারকে ঠেলে দেয় ঝাঁকিপূর্ণ কাজের দিকে। একটি ঝুপড়ি তে প্রায় দেড়শোটি পরিবার বাস করে ঘুপচি ঘাপচি করে থাকা, তাদের মাথায় প্লাস্টিকের ছাওনি ও বাঁশের খুঁটি দেয়া ঘরে তারা বাস করে । তাদের ঘরে জলের ব্যবস্থা নেই, আলো নেই, শৌচাগার নেই। কেউ বা একেবারেই রাস্তার ধারে কোনোরকমে দিন কাটায়। যে বয়সে বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার কথা, খেলে বেড়ানোর কথা, যে হাত খাতা কলম নিয়ে লেখা পড়া করার কথা, সেই বয়সে অভাবের কারণে এই বাচ্চাগুলিকে জোর করে লোকের বাডিতে কাজ করতে পাঠানো হয়, নানা রকম ঝুঁকিপুর্ণ কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয় দুটো পয়সার বিনিময়ে, দুইবেলা দুইমুঠো পেট চালানোর তাগিদে। খুব কম বয়েসে এদের জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। এমন কি অনেক বাচ্চা মেয়েকে পয়সার প্রলোভন দেখিয়ে কাজ দেওয়ার জন্য বা ভালো বিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের পাচার করে দেওয়া হয়। তখন অকালে নষ্ট হয় যায় কত শিশুসলভ বাচ্চা মেয়ের জীবন।

এই সব পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ওরা ওদের জীবন অতিবাহিত করে। প্রবীর, দীপঙ্কররা ওদের বাবা-মাদের বুঝিয়ে বাচ্চা মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার জন্য উৎসাহিত করে। কিছু বাচ্চা মেয়ে আছে যাদের কেউ নেই, তাদের থাকা দেখা শোনা করার জন্য প্রবীররা ব্যবস্থা করেছে। এক সহৃদয় নিঃসন্তান দম্পতি তাদের একটি দোতলা বাড়ি দান করেছেন এদের থাকার জন্য। গরীব বাচ্চা গুলির পুষ্টির জন্য এদের ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা হয় । এদের পড়াশুনা, গান, নাচ, আঁকা, খেলাধূলা সব রকম শেখানোর জন্য চার জন শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে। মাঝে মাঝে বাচ্চাদের ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয়। সারদা মঠ ও মিশনে নিয়ে যাওয়া হয়। মহারাজরা ও মাতারা ওদের অনেক উৎসাহিত করেন।

বাচ্চারা অতি অস্থাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার জন্য ওদের অনেক রকম রোগ জ্বালা হয়। ডাক্তার ঘোষ বাচ্চাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। ওদের পড়াশুনার জন্য একটি লাইব্রেরির ও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কয়েকটি বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রীর জন্য স্কলারশিপ এর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এদের মধ্যে 4-5 জন মাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট করে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই বাচ্ছাগুলোর সামনে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। আমরা যদি প্রত্যেকেই নিজেদের ব্যস্ত জীবনের মধ্যে থেকে একটু এদের জন্য ভাবি তাহলে গড়ে তুলতে পারি এই কিছু সংখ্যক বাচ্চা মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। হতে পারে এদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদেরই বাচ্চাদের মতো প্রতিভাবান, সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে আছে এদের মধ্যে। আমাদের সকলের প্রয়াসে গড়ে তুলতে পারি কয়েকটি বাচ্চার সুন্দর জীবন।

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ভারতের মেয়েরা বিশ্বের সেরা হয়ে উঠুক। তাই এক সিংহীর হাতে দায়িত্ব দিয়েছিলেন ভারতের মেয়েদের গড়ে পিঠে নিতে। বিদেশিনী সেই নারীকে আমরা আদর করে ডেকেছি নিবেদিতা বোন বলে। আশা করছি এই "ক্ষোপ ফাউন্ডেশন" সংস্থাটি সকলের সহায়তায় আরো ভালো কাজ

করতে পারবে।



Facebook link for Scope Foundation is: https://www.facebook.com/Scope-Foundation-614343298722164/?fref=ts

છ્ય ઉ



Krishna Suparna Gope



BENGALI CULTURAL SOCIETY OF CENTRAL PA Creations

World Peace Song

Swami Devapriyananada Giri, BSS, NY Branch

Though there are 4 Faiths and Religions mentioned in my song but my appeal from belongs to all Religions and all platforms in every corner of the globe – Peace, Amen, Amine and Shanti!

Α

In Temple Mosque And Church,
In Temple Church And Synagogue;
My Prayer I Urge,
Bring Welfare To The World.
Only Bring Welfare To The World.
May All Have Happiness & Joy.
May He Who Be In Any Place,
Beyond Our Sight Far And Wide,
Let All Be In Peace;
And Save Us From Distress.
Bring Welfare To The World.
May All Have Happiness & Peace.
What Worth Do Falsehoods
And Discord Have?
Time And Tide Wait For None.

Don't Look Upon Anyone,
As Different From You.
Bring welfare to the World
Only bring welfare to the World.
May all have happiness joy.
Keep Your Eyes Open,
Our Vedas Hymns Cite:"Sarbesang Manglam Bhuyat"
Let All Be In Peace.
Live And Let Live,
Then We Achieve Peace.
May All Have Joy And Peace.

ઉ

Oh God Give Us Strength And Blessings,

Oh God Gives Us Patience In Distress

Aum Peace Peace Peace.



Mirvana

Suparna Gope

Pearls of Wisdom

- Be an encourager, the world has plenty of critics already! Dave Willis
- Any fool can criticize, condemn, and complain but it takes character and self-control to be understanding and forgiving. - Dale Carnegie
- Don't criticize what you don't understand. You never walked in that man's shoes.— Elvis Presley
- Instead of being critical of people in authority over you and envious of their position, be happy you're not responsible for everything they have to do. Instead of piling on complaints, thank them for what they do. - Joyce Meyer
- It does not do to dwell on dreams and forget to live.— JK Rowling





"Sanskriti" May 22, 2016





Photo: Indranil Chakrabarti





অঙ্গীকার

তুহিন হালদার

পৃথিবী দোদুল্যমান – কেউ পায় কেউ পায় না তার যোগ্য সম্মান। হিংসা আর প্রতিহিংসা – সমাজকে যেন পেয়ে বসেছে এক নেশা! এ তো আমাদেরই তৈরি এক সমাজ ব্যবস্থা! উন্মাদনা আর ধ্বংস পিছনে ফিরে দেখ আমাদেরই ইষ্ট দেবতা কৃষ্ণ করেছিলেন বধ কংস। তাই আমি বলি ভুলে যেও না কখনও তুমি আসবেনই ফিরে তিনি এক স্বৰ্গীয় শক্তি যিনি ত্রিকালজয়ী। এসো একবার ভেবে দেখি না- নয় কোন হানাহানি রেখে যেতে চাই সমাজের প্রতি, আমার ভালবাসার এক নিষ্পাপ প্রতিচ্ছবি।

ઉ



Debi

Suparna Gope

কলোরাডো

দেবীদাস নিয়োগী

কলোরাডো! কলোরাডো! চকিতে দেখা দিয়ে কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কোলে, কত দূর থেকে কত সাগর পার হয়ে এলাম তোমায় দেখব বলে। ছোটবেলায় দেখেছিলাম তোমায় ভূগোলের পাতায় আঁকাবাঁকা পথে লাল সাদা পাথরের বুক চিরে দূরন্ত চপলা মেয়ের মত এগিয়ে যেতে প্রশান্তর কোলে। সাথীহীনা একাকিনী তুমি ক্যানিয়নের কঠিন বেস্টনীতে ঝিমিয়ে পডনি. পাওয়েলের বিস্তীর্ণ আঙ্গিনায় উন্মক্ত আকাশের নিচে বিছিয়ে দিয়েছ তোমার নীল আঁচলখানি নিস্তরঙ্গ বুকে আসর বসিয়েছ কত লাল সাদা তরির আনাগোনায় হুভার ড্যামের টারবাইনগুলোকে সচল করে অগস্ত্য মুনির মত দক্ষিণায়নে পাড়ি দিয়েছ একা, রেখে গেছ কত জনপদ কত উদ্যান সারা আরিজোনা জুড়ে।

ઉ



Yellow Sun Sriparna Das Banerjee

রঙ-তুলি-ক্যানভাস

শ্রীপর্ণা দাশ ব্যানার্জী

রঙ তুলি ক্যানভাস, ভালো লাগা গান এক সিপ চা আর সবুজের টান নীলাভ আকাশ জুড়ে রাঙ্গা গোধূলি সেই লাল চুরি করে রঙ আর তুলি।





India Day August 6, 2016



























Photo: Rajkumar Das & Arunangshu Das







সুপর্ণা গোপ

মাতলা নদীর তীরে মৌখালি গ্রাম, সেই গ্রামের মেয়ে পুষ্প। বাবা-মা ছোট ভাই-বোন নিয়ে তারা থাকে সেই গ্রামে। পুষ্পর বাবা গ্রামের মাস্টারমশাই। পুষ্প তিন ভাই-বোনের মধ্যে বড়। সে পড়াশোনায় ভীষণ ভাল। আজ স্কুলে তার পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে, সে ভাল নম্বর নিয়ে নতুন ক্লাসে উঠেছে। আজ তার ভীষণ মজা তাই স্কুলের পর সে ঠিক করল তার বন্ধু শ্যামার বাড়িতে যাবে। শ্যামা এই গ্রামেরই মেয়ে। তার বাবা জেলে। অনেক মাছ ধরে। যখনই বেশি মাছ ধরে পুষ্পদের বাড়িতে দিয়ে যায়। পুষ্পর বাবার ভীষণ সম্মান গ্রামে, সবাই খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে গ্রামের মাস্টারমশাই বলে।

আজ যখন পুষ্প শ্যামাদের বাড়িতে পৌঁছল দেখল শ্যামার বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে কাঁদছেন আর শ্যামার মা কাঁদছে ঘরের কোনায় বসে। পুষ্প বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে শ্যামা?"

শ্যামা বলল, "রেডিওতে খবর এসেছে এক ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় আসছে গ্রামের দিকে!"

তাদের নদীর ধারে বাড়ি তারা যাবে কোথায়?

শ্যামার বাবা মুখ শুকনো করে বলে উঠল, "সবে গতবছর ঘরটাকে ছাউয়েছি, আবার ঝড়! মা, মাগো, আমাদের তুমি রক্ষা করো!"

পুষ্পও শুকনো মুখে শ্যামাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েনিজের বাড়ির দিকে পা চালাল। বাড়ি পৌঁছতেই মা বলল, "সব গুছিয়ে নে পুষ্প আমরা ঠাকুমার বাড়ি যাব এখুনি!"

পুষ্প কিছুই বুঝতে পারল না, বলল, "কেন মা?"

মা বলল, "বড় ঝড় আসছে খবর হয়েছে, তাই তোর বাবা আমাদের নিয়ে ঠাকুমার বাড়ি যাবে এখুনি। যা সব গুছিয়ে নে, সময় নেই।"

মার কথাগুলো শুনেই পুষ্প বলে উঠল, "মা, শ্যামা আমাদের সাথে যাবে!"

পুষ্পর মা বলল, "না, ওরা তো স্কুল বাড়িতে থাকবে আজ রাতে।"

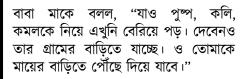
গ্রামের স্কুল বাড়িটাই সবচেয়ে মজবুত ও নদীর চর থেকে অনেকটা ওপরে তাই সে সব গ্রামবাসী যাদের অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই তারা স্কুলবাড়িতে আজ রাতে থাকবে।

এই কথা শোনা মাত্র পুষ্প বলে উঠল, "আমি শ্যামার সাথে থাকব। আমি আমার বন্ধুকে ছেড়ে যাব না!"

মা বলল, "পাগলামি করিস না। ট্রেনের সময় হয়ে যাচছে। তোর বাবা এখুনি এসে পড়বে। তৈরি হয়ে নে।"

মা যতই বলুক পুষ্প মনস্থির করে ফেলেছে যে এই বিপদে সে তার প্রিয় বান্ধবী শ্যামাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

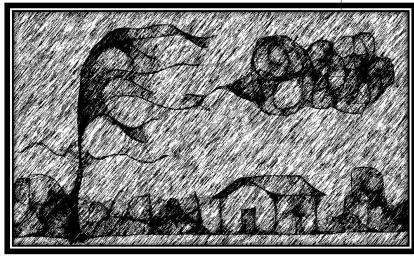
বাবা এসে পড়েছে, সঙ্গে এসেছে দেবেন স্যার।



মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আর তুমি?"

বাবা বলল, "আমি এদের সবাইকে ছেড়ে এই বিপদের মধ্যে স্বার্থপরের মত পালাই কী করে?"

এই শোনামাত্র পুষ্প বলে উঠল, ''বাবা আমিও থাকব তোমার সাথে!''







বাবা বলল, "না পুষ্প, তুই তোর মার সাথে যা।"

পুষ্প এবার আরো জোর দিয়ে বলল, "আমি শ্যামাকে ছেড়ে যাব না!"

বাবা শান্তস্বরে বলল, "লক্ষ্মী মা আমার, বায়না করে না!"

এত কিছু শোনার পর মা অন্যদিকে দেবেন স্যারকে বলল, "দেবেনবারু, আপনি রওনা দিন। ট্রেনের সময় হয়ে যাচছে। আমরা কেউই যাব না। আমরা সবাই এখানেই থাকব, একসাথে। পুষ্প আর ওর বাবা ঠিকই বলেছে। এই বিপদে সব প্রিয়জনদের ছেড়ে পালাই কী করে?"

মার কথা শোনামাত্র পুষ্প ভীষণ খুশি হল। ওর বাবার চোখেও জল চিকচিক করে উঠল, কমলকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, "চলো, স্কুলের দিকে যাই তবে।"

পুষ্পরা যখন স্কুল বাড়িতে পৌঁছল তখন বেলা দুটো। পুরো স্কুল বাড়িতে লোক গিজগিজ করছে। আশপাশের গ্রামেরও অনেক লোক জড় হয়েছে। সবাইকে পুষ্প চেনেও না।

পুষ্পর বাবাকে দেখামাত্রা গ্রামের বড়রা এগিলে এসে বলল, "মাস্টারমশাই, আপনারা যাননি?"

বাবা বলল, "না! আমরা সবাই মিলেই ঝডের সাথে লডব!"

বড়রা সবাই বলে উঠল, "তবে আপনি আমাদের পথ প্রদর্শক!"

ঠিক হল স্কুলবাড়ির পিছনের ঘরগুলোতে থাকবে মহিলা ও শিশুরা আর সামনের দিকের ঘরে থাকবে সব পুরুষরা। ঝরের খবর শুনে সবাই বেশ উতলা। রেডিও চালিয়ে প্রতি মুহূর্ত খবর শোনা হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ঝড় মৌখালিতে এসে পৌঁছবে রাত এগারোটা নাগাদ। পুষ্পর বাবার নির্দেশে দুপুর তিনটে থেকেই স্কুল বাড়ির চারদিকে বালির বস্তার দেওয়াল তৈরি করা শুরু করে দিল। স্কুলবাড়ির পাশে এনে জড় করা হল গোটা দশেক ছোট নৌকা। শুকনো মুড়ি, চিঁড়ে, চাল, ডাল, কাঠ, জল, ত্রিপল ইত্যাদি জড় করে রাখা হল স্কুল বাড়ির ভিতর। অন্যদিকে মা, কাকিমা, জেঠিমারা মিলে ইট দিয়ে তৈরি করেছে বড় বড় কাঠের উনান। বিকালবেলা সকলের জন্যে তৈরি হল খিচুড়ি। কলা পাতায় করে খিচুড়ি খেতে খেতে শ্যামা আর পুষ্পর কী মজা! তাদের আরও স্কুলের বন্ধুরা সবাই জড় এই স্কুলে, যেন 'ঝড়ের চড়ইভাতি' হচ্ছে!

রাত নটা নাগাদ সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ। অন্যদিকে ঝড়ো হাওয়া জোরে বইতে শুরু করে দিয়েছে।

বাবা এসে বলল, "সবাই ঘরে ঢুকে দরজা-জানালা ভিতর থেকে বন্ধ করে দাও। মাঝের একটা দরজা খোলা থাকবে। আর পুরুষমানুষেরা সামনের দিকের ঘরে আছে। কোন প্রয়োজনে ডাকলেই আসবে।"

রাত দশটা বাজে। প্রচন্ড ঝড়ের শব্দ বাইরে, যেন সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে। পুষ্পর ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল বাইরের ঝড়ে কী হছে নিজের চোখে দেখার কিন্তু উপায় নেই। দরজা-জানালা শক্ত করে বন্ধ। মা-কাকিমারা সব ঈশ্বরের নাম জপ করছেন। হঠাৎ বিকট শব্দে সবাই আঁতকে উঠল। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে মা বলল যে স্কুল বাড়ির সামনের দিকের চালটা উড়ে গিয়েছে! মা আর অন্যান্য কাকিমারা মাঝের খোলা দরজা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সব পুরুষদের এই একই ঘরে আসার জন্যে বলল।

হঠাৎ ঝড়ের পর শুরু হল ভীষণ বৃষ্টি। এত ঘনঘটার মাঝে খুঁজল মা কোথায়। বাইরে বেরিয়ে সে দেখল পুরো স্কুল বাড়ির চারিদিকে থৈ থৈ জল। ওদের গ্রামটা প্রায় ভেসে গেছে। মা অন্যান্য গ্রামের মহিলাদের সাথে অন্য এক ঘরে খাবার বানাতে ব্যস্ত।

বাবা পুষ্পকে দেখা মাত্র বলে উঠল, "মা, কোথাও যাস না, দুষ্টুমি করিস না। চতুর্দিকে জল!"

পুষ্প তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, ঝড় চলে গেছে?"

বাবা স্বস্তির স্বরে বলল, "হ্যাঁ মা, বড় ঝড়টা চলে গেছে। আর এখন আসবে না!"

পুষ্প আর শ্যামা একে অপরের দিকে তাকিয়ে এক গাল আনন্দের হাসি হাসল। তারা দুই বান্ধবী একসাথে। তাদের আলাদা করার সাধ্য কারো নেই, ঝড়েরও না!



ઉઉ



সুকুমার রায়

অনন্যা দাশ

এক যে ছিলেন আজব কবি কলকাতায় রকমারি সব ছন্দ ছিল তাঁর মাথায়, চাঁদিম হিমের ঘোড়ার ডিম নিম গাছেতে হচ্ছে সিম, এখনও হাসির ফোয়ারা ছোটে তাঁর কথায়।



শৈশব

শ্রীপর্ণা দাশ ব্যানার্জী

এলোমেলো অগোছালো শৈশব কাল
ভুলভাল রঙে ভরা স্বপ্নের জাল
ছোটখাটো খুনসুটি গাল ভরা রাগ,
অনুযোগ অভিযোগ মতামত ভাগ
তবুও মনের ডাইরি ঘিরে তারই অনুরাগ।









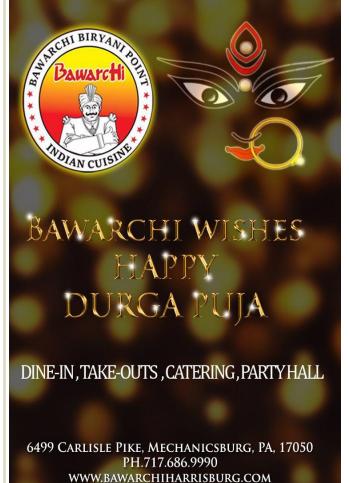
Deshi Bazar / দেশী বাজার দেশী মাছ, সজী, মশলা আর হালাল মাংসের বিশ্বস্ত উৎস

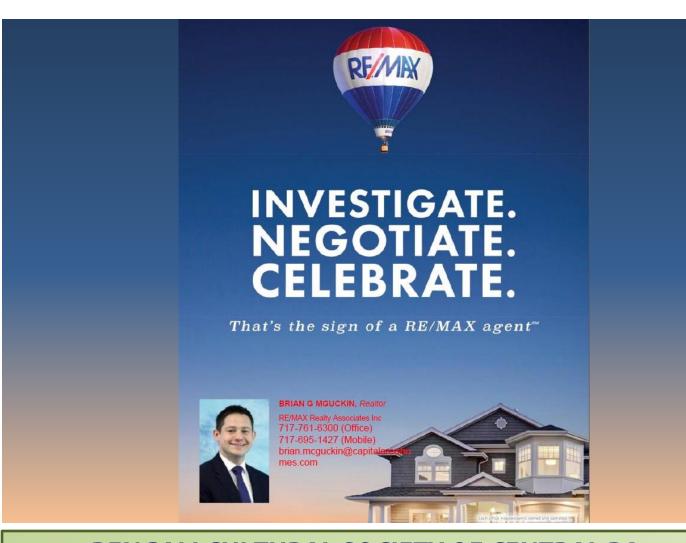
A trusted source of Halal Meat, Deshi Fish, Bangladeshi and Indian Grocery and Spices

Our specialty: রুই, মৃগেল, কাৎলা, ভেটকি এবং চিংড়ি (Rui/Rohu, Mrigel, Katla, Bhetki & Shrimp)

Address: 282 N Frederick Ave, Gaithersburg, MD 20876 Phone: 301-963-4418

www.deshibazarhalal.com



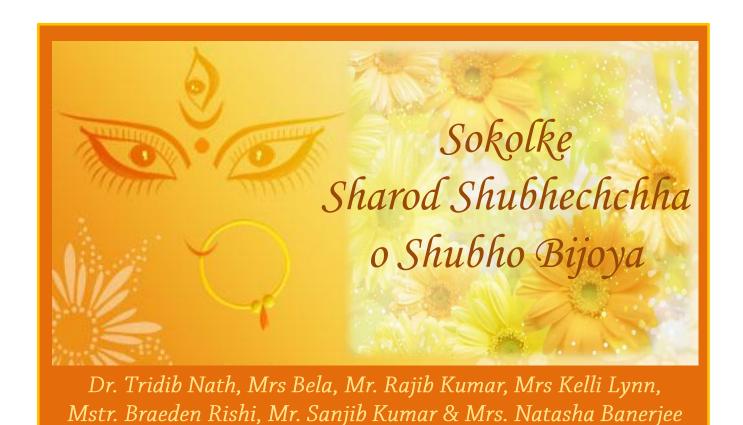


BENGALI CULTURAL SOCIETY OF CENTRAL PA would like to thank Vijay, Priya, Ananya & Anika Deshpande for

their generous contribution.



Thank You!







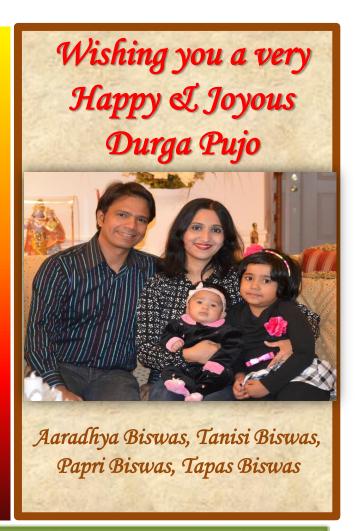
The Paramananda Mission engages in serving 400 orphans and over 850 neighborhood children who attend classes at the Paramananda Mission Schools. The Mission provides free health care (including a 50 bed hospital, monthly eye surgery camps, average 250 patients in the outpatient clinics every day, free medicines, Naturopathy and Yoga) service to these students and to the surrounding community around the radius of twenty miles. The Mission also has vocational training centers including computer training centers.

For more information log on to www.paramanandamissionindia.org



May Durgotinashini Ma Durga vanquish all evil and protect you and your family's happiness, health and dreams.

Best Wishes from Neel, Shibani, Anoushka & Luna.



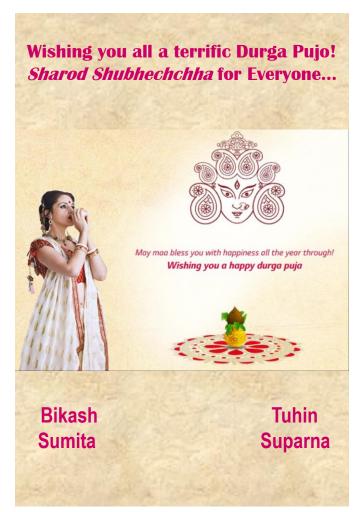
সবাইকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা

Kamal Kanti Saha Tripti Rani Saha Tarun Saha Banani Saha & Ryma Saha



Best wishes for a या व्यक्ति व

Siddhanta, Shashwati, Sabita & Sanjib Banerjee







Price: \$5,00

